প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৫ ৪ -১০ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

পবিত্র জপমালা রাণী মারীয়া

পবিত্র জপমালা : মনে আরাধনা



সৃষ্টির পরিচর্যায় একটি সবুজ আন্দোলন

শিক্ষামন্ত্রীর সাথে পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি ও তার দলের সাক্ষাৎ



প্রয়াণের ষষ্ঠ বার্ষিকী



গিলবার্ট ফ্রান্সিস
জন্ম: ১ মে, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বছরের ঘূর্ণিপাকে দিনটি ফিরে আসে বারবার
বিনম্র শ্রদ্ধায় তোমাদের স্মরণ করি শতবার।



এরিক ফ্রান্সিস
জন্ম: ৪ মার্চ, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

কি ভয়াল সে দিনগুলো। ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ ! ঘরে ঘরে আতঙ্ক। শুধু ঘরে ঘরে বলি কেন, আতঙ্ক দেশ জুড়ে, গোটা বিশ্বে। এক বাড়িতে থেকেও কেউ কারো সংস্পর্শে যেতে পারেনি। কারণ একটাই - 'করোনা'।

তুমি বলেছিলে "তুমি হাসপাতালে এসো", দু'জনে একসাথে চিকিৎসা নিয়ে ভাল হয়ে ঘরে ফিরে যাব। আমার আর যাওয়া হয়নি, দুজনে একসাথে আর ঘরে ফেরা হয়নি। তাইতো, শেষবারের মত তোমার সেই ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া আজও ভুলিনি। দীর্ঘ উনপঞ্চাশ বছর নয় মাস তোমার সাথে থেকে তোমার কঠিন অবস্থায় সেবা দিয়েছি, রাতের পর রাত কেটেছে নিদ্রাহীন। আর দেখ তো শেষ সময়ে আমি তোমার পাশে থাকতে পারিনি, দিতে পারিনি তোমায় অন্তিম সেবা। আমায় ক্ষমা করে দিও তুমি। আইসিইউ-তে নিশ্চয়ই তোমার চোখ দুটো নিশ্চয়ই আমাকে খুজেছে। আমি জানি, ওরা তোমাকে এক ফোটা জলও দেয়নি শেষ বারেরর মত।

দুই ভাই একই রোগে, একই বছরে হাসপাতালের আইসিইউ-তে থেকেই পিতার রাজ্যে পাড়ি জমালে। আমাদের আশীর্বাদ করো যেন ওপারে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার যোগ্য হয়ে উঠি। যিশুর চরণতলে থাক চির শান্তিতে।

তোমাদের প্রিয়
শোকাহত
পলিন ফ্রান্সিস ও ফ্রান্সিস পরিবার

বিজ্ঞ/১৪২/২৬

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

পাওয়া যাচ্ছে!
পাওয়া যাচ্ছে!!



পাওয়া যাচ্ছে –

- দৈনিক বাইবেল ডায়েরী - ২০২৭ (Bible Diary - 2027),
- দৈনিক বাণীবিতান,
- প্রার্থনাবিতান
- ক্রুশ
- মেডেল
- বড়দিনের কার্ড
- গোশালা ঘর



- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী'র বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ

- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া: দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

শীঘ্রই পাওয়া যাবে

২০২৭ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার ও প্রাহরিক প্রার্থনার বই।

অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এবং অর্ডার দিন।



যোগাযোগের ঠিকানা

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ৩৫
০৪ অক্টোবর - ১০ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
১৯ আশ্বিন - ২৫ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ



সম্পাদকীয়

জপমালা প্রার্থনা হোক আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী

খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক জীবনে মা মারীয়ার স্থান অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার। তিনি ঈশ্বরের মনোনীত কন্যা, যিশুখ্রিস্টের জননী, মণ্ডলীর মাতা, আমাদেরও মাতা। বিশ্বাস, নম্রতা, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের এক অনন্য আদর্শ মা মারীয়া। তাই মণ্ডলী যুগে যুগে মা মারীয়ার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করে আসছে। মা মারীয়ার জীবনের প্রতিটি অধ্যায় আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে, তাঁর বাণী হৃদয়ে ধারণ করতে এবং বিশ্বাসের পথে অবিচলভাবে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। আর মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি প্রকাশের অন্যতম সুন্দর ও শক্তিশালী মাধ্যম হলো পবিত্র জপমালা প্রার্থনা।

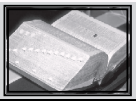
বাংলাদেশের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনেও মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা গভীরভাবে প্রোথিত। বিভিন্ন ধর্মপল্লিতে মা মারীয়ার নামে গির্জা, তীর্থস্থান ও প্রার্থনাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। মা মারীয়ার বিশেষ পর্বগুলোতে বিশ্বাসীদের মিলনমেলা, নভেনা প্রার্থনা, পবিত্র জপমালা ও শোভাযাত্রার আয়োজন আমাদের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে। বিশেষ করে অক্টোবর মাসে মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি প্রকাশের যে বিশেষ আয়োজন দেখা যায়, তা আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের এক মূল্যবান সম্পদ। পরিবারে পরিবারে সন্ধ্যার জপমালা প্রার্থনা ছিল একসময় নিত্যদিনের পরিচিত দৃশ্য। পরিবারের সদস্যরা একত্রে বসে জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে নিজেদের, পরিবার, সমাজ ও সমগ্র বিশ্বের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন। সেই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পরিবারে গড়ে উঠত বিশ্বাস, ভালোবাসা, ক্ষমা, ঐক্য ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ।

কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের একটু আত্মমূল্যায়ন করা প্রয়োজন। সময়ের পরিবর্তন, ব্যস্ত জীবন, প্রযুক্তিনির্ভরতা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনযাপনের কারণে আমাদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত প্রার্থনার চর্চা অনেক ক্ষেত্রে কমে যাচ্ছে। বিশেষ করে প্রতিদিন একত্রে জপমালা প্রার্থনার ঐতিহ্য অনেক পরিবারে হারিয়ে যেতে বসেছে। অনেকের ঘরে জপমালা আছে, মা মারীয়ার ছবি বা মূর্তি আছে, কিন্তু সেই জপমালায় প্রতিদিন প্রার্থনা করার অভ্যাস নেই। কখনো কখনো আমরা মা মারীয়ার পর্ব উদ্‌যাপন করি, তাঁর কাছে মানত করি, বিশেষ প্রয়োজনে তাঁর মধ্যস্থতা কামনা করি; কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে তাঁর আদর্শ অনুসরণ ও জপমালা প্রার্থনার চর্চা ধরে রাখতে পারি না। এটি আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য ভাবনার বিষয়।

বর্তমান সময়ে আমাদের প্রয়োজন জপমালা প্রার্থনার ঐতিহ্যকে নতুন করে জীবন্ত করে তোলা। বিশেষ করে পরিবারগুলোতে জপমালা প্রার্থনার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। পরিবারের সাথে সাথে ধর্মপল্লী, নিজস্ব স্কুল, সংগঠন, সমিতি এ উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করতে সহায়তা করতে পারে। প্রযুক্তির নেতিবাচক ব্যবহারের পরিবর্তে অনলাইন জপমালা প্রার্থনা কিংবা ডিজিটাল মাধ্যমে সম্মিলিত প্রার্থনার সুযোগও কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে প্রযুক্তি যেন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রার্থনার বিকল্প না হয়ে বরং সহায়ক হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

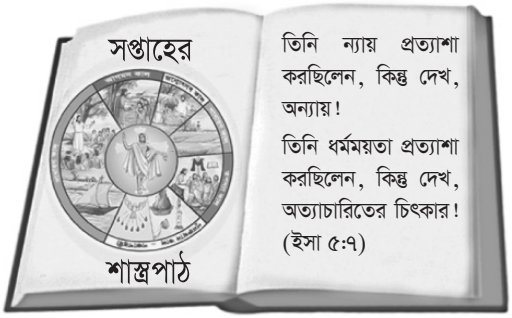
অক্টোবর মাস পবিত্র জপমালার মাস হিসেবে আমাদের সামনে এক বিশেষ সুযোগ নিয়ে আসে। আসুন, এই মাসকে কেবল আনুষ্ঠানিকতা ও বিশেষ আয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও ধর্মপল্লির প্রার্থনাজীবন নবায়নের সময় হিসেবে গ্রহণ করি। যেসব পরিবারে জপমালা প্রার্থনা বন্ধ হয়ে গেছে, তারা আবার তা শুরু করি। যেসব পরিবারে এই চর্চা এখনো রয়েছে, তারা আরও নিষ্ঠার সঙ্গে তা অব্যাহত রাখি। যুবক-যুবতী ও শিশুদেরও এই প্রার্থনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করি।

মনে রাখতে হবে, মা মারীয়ার প্রতি প্রকৃত ভক্তি কেবল তাঁর কাছে প্রার্থনা নিবেদনেই শেষ হয় না; বরং তাঁর বিশ্বাস, বিনয়, সেবা ও ঈশ্বরের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের আদর্শ অনুসরণ করার মধ্যেই এর পূর্ণতা। তাই জপমালা হাতে নেওয়ার পাশাপাশি আমাদের জীবনে তাঁর গুণাবলি ধারণ করতে হবে। মা মারীয়ার মতো আমরাও যেন ঈশ্বরের বাণী শুনি, তা হৃদয়ে ধারণ করি এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করি। জপমালা প্রার্থনা হোক আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী, বিশ্বাসের শক্তি এবং যিশুর পথে এগিয়ে চলার নিরন্তর প্রেরণা। †



এজন্য আমি আপনাদের বলছি, আপনাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যে জাতি তা ফলপ্রসূ করবে। (মথি ২১:৪৩)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org



কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০৪ অক্টোবর- ১০ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

০৪ অক্টোবর, রবিবার
সাধারণকালের ২৭তম রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
ইসা ৫: ১-৭; সাম ৮০: ৮, ১২-১৫, ১৮-১৯; ফিলে ৪: ৬-৯; মথি ২১: ৩৩-৪৩

০৫ অক্টোবর, সোমবার
সাধারণকালের ২৭তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
সাধ্বী ফাউস্তিনা কভাল্স্কা, চিরকুমারী
গালা ১: ৬-১২; সাম ১১১: ১-২, ৭-১০; লুক ১০: ২৫-৩৭

০৬ অক্টোবর, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ২৭তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
সাধু ব্রুনো, যাজক
গালা ১: ১৩-২৪; সাম ১৩৯: ১-৩; ১৩-১৫; লুক ১০: ৩৮-৪২

০৭ অক্টোবর, বুধবার
সাধারণকালের ২৭তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
জপমালা রাণী মারীয়া, *স্মরণ দিবস*
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
শিষ্য ১: ১২-১৪; সাম লুক ১: ৪৬-৫৫; লুক ১: ২৬-৩৮

০৮ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ২৭তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
গালা ৩: ১-৫; সাম লুক ১: ৬৯-৭৫; লুক ১১: ৫-১৩

০৯ অক্টোবর, শুক্রবার
সাধারণকালের ২৭তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
সাধু ডেনিস, বিশপ এবং তাঁর সঙ্গীগণ, সাক্ষ্যমরগণ
সাধু জন লিওনার্দি, যাজক
গালা ৩: ৭-১৪; সাম ১১১: ১-৬; লুক ১১: ১৫-২৬

১০ অক্টোবর, শনিবার
সাধারণকালের ২৭তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
গালাতীয় ৩: ২২-২৯; সাম ১০৫: ২-৭; লুক ১১: ২৭-২৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০৪ অক্টোবর, রবিবার
+ ২০০৯ সি. ডেলফিনা রোজারিও, সিআইসি (দিনাজপুর)

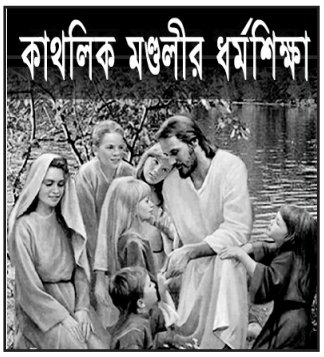
০৫ অক্টোবর, সোমবার
+ ১৯৯৩ সি. মেরী আইরিন, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৯ ফা. জভান্নি আব্বিয়াতি, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১৯ সি. মারী টুডু, এসসি (রাজশাহী)

০৬ অক্টোবর, মঙ্গলবার
+ ১৯৭৭ সি. এম. আইরিন, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ ফা. পৌলিন ডেমার্স, সিএসসি
+ ২০২০ ব্রা. রবি থিওডোর পিউরিফিকেশন, সিএসসি (ঢাকা)

০৭ অক্টোবর, বুধবার
+ ১৯৩৫ ফা. পিটার ডি'রোজারিও, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৪ ফা. লিও স্যুলিভান, সিএসসি (ঢাকা)

০৮ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
+ ২০০৬ সি. লরেন্সা গমেজ, পিমে (রাজশাহী)

০৯ অক্টোবর, শুক্রবার
+ ১৯৮৩ ব্রা. দামিয়ান ডি ডেল, সিএসসি (ঢাকা)



তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২২৮৬ বিঘ্ন সৃষ্টি আইন বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা অথবা ফ্যাশন বা জনমত দ্বারা উস্কানির ফলেও ঘটতে পারে।

অতএব, তারাই বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য দায়ী যারা এমন আইন প্রণয়ন বা "সামাজিক কাঠামো তৈরী করেন যা নৈতিক অধঃপতনের দিকে এবং ধর্মানুশীলনের বিকৃতির দিকে নিয়ে যায়, অথবা এমন সামাজিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই হোক বা অনিচ্ছাবশতঃই হোক, খ্রীষ্টীয় জীবনাচরণ ও আজ্ঞাসমূহ পালনকে কষ্টসাধ্য এবং প্রায় অসম্ভব করে তোলে।" এ কথা যেসব নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতারণা এৎসাহিত করার জন্য নিয়ম তৈরী করে, যেসব শিক্ষক ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের উত্যক্ত করে অথবা যারা নৈতিক বিধান অমান্য করার দিকে জনমত নিয়ন্ত্রণ করে তাদের সবার জন্যই প্রযোজ্য।

২২৮৭ যে-কেউ তার ক্ষমতা এমনভাবে ব্যবহার করে যে, তার ফলে অপরে অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে সেও বিঘ্নসৃষ্টির দোষে দোষী এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সে যে-মন্দতাকে উৎসাহিত করেছে তার জন্য দায়ী। "এমনকি হতে পারে না যে, পদস্খলনের কোন কারণ ঘটবে না, কিন্তু ধিক্ তাকে, যে পদস্খলন ঘটায়।"

স্বাস্থ্যর মর্যাদা

২২৮৮ জীবন এবয় দৈহিক স্বাস্থ্য আমাদের কাছে ঈশ্বরের অমূল্য দান। আমাদের উচিত তার যথাযথ যত্ন নেয়া, অবশ্য অন্যদের প্রয়োজন এবং সাধারণ মঙ্গলের কথা বিবেচনা করেই তা করতে হবে।

নাগরিকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভাবনা সমাজের কাছে এমন আবাসিক পরিবেশ গড়ে তোলার দাবি জানায় যার ফলে তারা অগ্রগতি ও পরিপক্কতা লাভ করতে পারে: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সহায়তাদান।

২২৮৯ নৈতিকতার বিধান যদিও দৈহিক জীবনের মর্যাদা দাবি করে, তথাপি তা শর্তহীন মূল্যবোধ নয়। সে-সব-নব্য- পৌওলিকতা দেহের পূজা, দৈহিক প্রয়োজনের খাতিরে অন্য সবকিছু ত্যাগ, দেহের সৌষ্ঠব এবং খেলাধুলার সাফল্যকে প্রতিমার ন্যায় পূজা করাকে উৎসাহিত করে তাকে নৈতিকতার বিধান প্রত্যাখ্যান করে। কেননা দুর্বলের উপর সবলের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠার ধারণা মানবিক সম্পর্কে বিকৃতি ঘটাতে পারে।

২২৯০ মিতাচার গুণটি আমাদের সব রকম মাত্রাধিক্য বর্জন করতে, যেমন অতিমাত্রায় ভোজন, মদ্যপান, ধূমপান বা ঔষধের ব্যবহার পরিহার করতে সাহায্য করে। যারা মাতলামি অথবা নির্ধারিত গতিবেগের সীমা লঙ্ঘন করার প্রবণতাহেতু স্থলপথ, জনপথ অথবা আকাশ পথে নিজেদের ও অপরের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাড়াঁয় তারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী।

২২৯১ মাদকদ্রব্যের ব্যবহার মানুষের স্বাস্থ্য এবং জীবনের জন্য খুবই মারাত্মকভাবে ক্ষতিকারক। একমাত্র চিকিৎসার কারণ ছাড়া এগুলোর ব্যবহার করা গুরুতর অপরাধ। চোরাগোপ্তা মাদকদ্রব্য উৎপাদন এবং তা আমদানী-রপ্তানি বিঘ্নদায়ক কাজ। একে বলা যায় মন্দের সঙ্গে সরাসরি সহযোগিতা করা, কারণ তা নৈতিক বিধানের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ করতে লোকদের উৎসাহিত করে।

ব্যক্তির এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি মর্যাদা

২২৯২ ব্যাক্তি বা দলের উপর বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসাগত বা মনস্তাত্ত্বিক পরিক্ষা-নিরীক্ষা রোগ-ব্যাধি নিরাময় এবং জন-স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আবেদন রাখতে পারে।

পবিত্র জপমালা: মনের আরাধনা

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

মানুষের মন এক চঞ্চল সমুদ্র। কখনো সেখানে আনন্দের ঢেউ ওঠে, কখনো দুঃখ, ভয়, উদ্বেগ, কামনা, ক্রোধ ও অগণিত জাগতিক চিন্তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে। বাহ্যিক পৃথিবী যত দ্রুতগামী ও কোলাহলময় হয়ে উঠছে, মানুষের অন্তর্জগতও যেন তত বেশি অস্থির হয়ে উঠছে। চারপাশে এত শব্দ, অথচ অন্তরে কত নিঃশব্দ ক্লান্তি! মানুষ তাই এমন এক আশ্রয় খোঁজে, যেখানে কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবীর কোলাহল থেমে যায়, মন তার ছুটে চলা থামিয়ে ঈশ্বরের দিকে ফিরে তাকাতে শেখে। খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতার সেই নীরব পথগুলোর একটি হলো পবিত্র জপমালা প্রার্থনা।

জপমালা কেবল ঠোঁটে উচ্চারিত কয়েকটি প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি নয়; এটি হৃদয়কে ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে স্থির করার এক পবিত্র অনুশীলন। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যিশু খ্রিস্টের জীবনের রহস্যগুলো ধ্যান করা। কাথলিক মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে খ্রিস্টীয় ধ্যানের কেন্দ্র যিশু খ্রিস্ট; আর জপমালা সেই খ্রিস্টকেন্দ্রিক ধ্যানের একটি মূল্যবান পথ। তাই জপমালার প্রতিটি দানা শুধু গণনার চিহ্ন নয় প্রতিটি দানা যেন একটি স্মরণ: ঈশ্বর আমাকে ভালোবাসেন; খ্রিস্ট আমার জন্য নিজেকে সমর্পণ করেছেন; তিনি দুঃখ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গিয়েছেন; মৃত্যু জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছেন; এবং তাঁর কৃপায় আমিও অনন্ত জীবনের দিকে আহ্বানপ্রাপ্ত।

পবিত্র জপমালার 'প্রণাম মারীয়া' প্রার্থনার প্রথম অংশের ভিত্তি রয়েছে পবিত্র মঙ্গলসমাচারে। স্বর্গদূত গাব্রিয়েল মারীয়ার কাছে এসে তাঁকে অভিবাদন করে বলেছিলেন, "প্রমাণ তোমায়! পরম আশিসধন্যা তুমি! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন" *(লুক ১:২৮)*। আবার এলিজাবেথ মারীয়াকে দেখে বলেছিলেন, "আহা, সকল নারীর মধ্যে ধন্যা তুমি, আর ধন্য তোমার গর্ভের ফল!" *(লুক ১:৪২)*। অর্থাৎ মারীয়াকে সম্মান করার ভাষা মানুষের কল্পিত ভাষা নয়, তার শিকড় পবিত্র মঙ্গলসমাচারের মধ্যেই নিহিত। আর প্রার্থনার দ্বিতীয় অংশে আমরা মারীয়ার কাছে অনুরোধ করি, তিনি যেন এখন এবং আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্তে আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন। একইভাবে পবিত্র জপমালার প্রতিটি দশকের শুরুতে আমরা প্রার্থনা করি, 'স্বর্গে বিরাজমান হে আমাদের পিতা'- যে প্রার্থনা স্বয়ং যিশু তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন। ফলে পবিত্র জপমালার প্রার্থনার ভেতর দিয়ে আমরা কেবল মারীয়ার সঙ্গে প্রার্থনা করি না; আমরা তাঁর সঙ্গে, তাঁর পুত্রের দিকে তাকিয়ে, খ্রিস্টের শেখানো প্রার্থনার পথেও এগিয়ে যাই।

এই অর্থে জপমালার হৃদয়ে রয়েছে পবিত্র বাইবেলের বাণী এবং তার কেন্দ্র রয়েছে যিশু খ্রিস্টের জীবন ও মুক্তির রহস্য। পবিত্র জপমালার আধ্যাত্মিকতায় মারীয়ার স্থান বিশেষ। কারণ তিনি ঈশ্বরের বাণী কেবল শুনেছিলেন না, তা হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। যিশুর জন্মের ঘটনাগুলো সম্পর্কে পবিত্র মঙ্গলসমাচার বলে, "এদিকে মারীয়া এই সমস্ত কথা অন্তরে গেঁথে রেখে তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন" *(লুক ২:১৯)*। জপমালা আমাদেরও সেই অন্তর্মুখী ধ্যানের পথে আহ্বান জানায়। কুমারী মারীয়ার মতো আমরাও যিশুর জন্ম, তাঁর শিক্ষা, তাঁর সেবাময় জীবন, তাঁর ক্রুশ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের রহস্য হৃদয়ে ধারণ করি।

মণ্ডলীর শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য অনুযায়ী, পবিত্র জপমালায় মারীয়ার সঙ্গে প্রার্থনা করতে করতে আমরা তাঁর পুত্র যিশুর জীবনের রহস্যের দিকে তাকাই। মারীয়া নিজেই আমাদের খ্রিস্টের দিকে নির্দেশ করেন। কানা নগরের বিবাহভোজে তাঁর সেই সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর আহ্বান "উনি তোমাদের যা-কিছু করতে বলেন, তোমরা এখন তা-ই কর" *(যোহন ২:৫)*। পবিত্র জপমালা আধ্যাত্মিকতারও যেন এক সারকথা। মারীয়ার দিকে তাকিয়ে থেমে থাকা নয়; বরং মারীয়ার সঙ্গে পথ চলতে চলতে খ্রিস্টের দিকে এগিয়ে যাওয়া। মারীয়ার নিজের জীবনও ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের জীবন। স্বর্গদূতের সংবাদ শুনে তিনি বলেছিলেন, "আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক!" *(লুক ১:৩৮)*। এই 'হ্যাঁ' শুধু একটি মুহূর্তের উত্তর ছিল না; এটি ছিল তাঁর সমগ্র জীবনের অঙ্গীকার। তাই জপমালা আমাদের শেখায়, প্রার্থনার গভীরতম উদ্দেশ্য কেবল ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া নয়; বরং নিজের ইচ্ছাকে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করা। প্রার্থনা তখন চাওয়ার ভাষা থেকে গ্রহণের ভাষায়, দাবি থেকে আত্মসমর্পণে, নিজের পরিকল্পনা থেকে ঈশ্বরের পরিকল্পনার দিকে যাত্রা করে।

পবিত্র জপমালার সবচেয়ে গভীর বৈশিষ্ট্য এখানেই এটি শুধু শব্দের পুনরাবৃত্তি নয়; এটি খ্রিস্টের জীবন রহস্যে প্রবেশের এক ধ্যানময় পথ। আনন্দময় পঞ্চ নিগূঢ়তত্ত্ব আমাদের নিয়ে যায় যিশুর মানবদেহ ধারণ, জন্ম, শৈশব ও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর মানবিক জীবনের একাত্মতার পবিত্র রহস্যের দিকে। জ্যোতির্ময় পঞ্চ নিগূঢ়তত্ত্ব আমাদের স্মরণ করায় যিশুর প্রকাশ্য জীবন, বাপ্তিস্ম, শিক্ষা, অলৌকিক কাজ ও ঈশ্বরের রাজ্য ঘোষণার কথা। শোকময় পঞ্চ নিগূঢ়তত্ত্ব আমাদের নিয়ে যায় যিশুর যন্ত্রণা, আত্মদান, ক্রুশবিদ্ধতা ও মৃত্যুর রহস্যের সামনে। গৌরবময় পঞ্চ নিগূঢ়তত্ত্ব আমাদের নিয়ে যায় যিশুর পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ এবং ঈশ্বরের মহিমায় অংশগ্রহণের আনন্দের দিকে।

এই চারটি নিগূঢ়তত্ত্ব যেন মানুষের জীবনযাত্রারও এক আধ্যাত্মিক মানচিত্র। মানবদেহ ধারণ থেকে আত্মদান, আনন্দ থেকে বেদনা, ক্রুশ থেকে পুনরুত্থান, মৃত্যু থেকে অনন্ত জীবনের দিকে। জীবনের কোনো আনন্দই চিরস্থায়ী নয়, কোনো দুঃখও শেষ সত্য নয়। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস আমাদের শেখায়, ক্রুশের পরেও পুনরুত্থান আছে। তাই জপমালার প্রতিটি নিগূঢ়তত্ত্ব আমাদের নিজের জীবনকে খ্রিস্টের জীবনের আলোয় নতুন করে দেখতে শেখায়। আমাদের আনন্দ, ব্যর্থতা, বিচ্ছেদ, কষ্ট, মৃত্যু ও আশাকে তখন আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হয় না; সেগুলো খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের চলার পথের অংশ হয়ে ওঠে।

পবিত্র জপমালার পুনরাবৃত্তি প্রার্থনার মধ্যে রয়েছে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। মানুষের মন স্বভাবতই এক চিন্তা থেকে আরেক চিন্তায় ছুটে বেড়ায়। কিন্তু প্রার্থনার ছন্দ, দানার স্পর্শ এবং একটি নিগূঢ়তত্ত্বের ওপর মন স্থাপন সেই অস্থির মনকে ধীরে ধীরে একাগ্র করে। বাহ্যিক কোলাহল থেকে মন ফিরে আসে অন্তরের নীরবতায়। ঠোঁট যখন প্রার্থনা উচ্চারণ করে, হৃদয় তখন ধীরে ধীরে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে শেখে।

জপমালার প্রতিটি দানা স্বতন্ত্র, তবু একটি অদৃশ্য সুতোয় তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এ যেন মানব জীবনেরও এক সুন্দর প্রতীক। আমরা প্রত্যেকে আলাদা, আলাদা আমাদের জীবন, আনন্দ, দুঃখ ও সংগ্রাম আলাদা; তবু ঈশ্বরের প্রেমে আমরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। যিশুর ভাষায়, "আমি হলাম দ্রাক্ষালতা আর তোমরা হলে শাখাপ্রশাখা" *(যোহন ১৫:৫)*।

দ্রাক্ষালতা থেকে বিচ্ছিন্ন শাখা যেমন প্রাণের পূর্ণতা পায় না, তেমনি ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষও তার অস্তিত্বের পরিপূর্ণতা খুঁজে পায় না।

পবিত্র জপমালার সার্থকতা প্রার্থনার সংখ্যায় নয়, জীবনের পরিবর্তনে। এই প্রার্থনা যদি আমাদের আরও বিনয়ী, ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল ও অন্যের দুঃখের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে, তবে জপমালা সত্যিই আমাদের জীবনে ফলবতী হয়েছে। তাই জপমালা কেবল ব্যক্তিগত ভক্তির প্রার্থনা নয়; এটি অন্যের জীবন, দুঃখ, মুক্তি ও ঈশ্বরের করুণার জন্য হৃদয় উন্মুক্ত করতে শেখায়। নিজের হৃদয় যত ঈশ্বরের দিকে ফিরে যায়, ততই তা অন্য মানুষের জন্য প্রশস্ত হয়ে ওঠে।

পবিত্র জপমালার পথ একটি অন্তরযাত্রা; অস্থিরতা থেকে শান্তিতে, অহংকার থেকে আত্মসমর্পণে, ভয় থেকে বিশ্বাসে এবং ক্রুশ থেকে পুনরুত্থানের আশায় ফিরে যাওয়ার যাত্রা। প্রতিটি দানা যেন একটি ছোট দরজা, যার মধ্য দিয়ে আমরা খ্রিস্টের জীবনের একেকটি রহস্যে প্রবেশ করি। দানা একটির পর একটি এগিয়ে যায়; আর তার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যায় আমাদের হৃদয়ও নিজের কাছ থেকে খ্রিস্টের দিকে, বিচ্ছিন্নতা থেকে ঈশ্বরের প্রেমের দিকে।

পবিত্র জপমালা তাই কেবল হাতে ধারণ করার একটি পবিত্র অনুষঙ্গ নয়; এটি হৃদয়ে ধারণ করার এক জীবনপথ। এটি আমাদের উচ্চারিত শব্দকে নীরব ধ্যানে, ধ্যানকে আত্মসমর্পণে এবং আত্মসমর্পণকে জীবন রূপান্তরে নিয়ে যায়। মানুষের মন যে চঞ্চল সমুদ্রের মতো, জপমালা সেই সমুদ্রকে হঠাৎ থামিয়ে দেয় না; বরং তার গভীরে এমন এক নীরবতা জাগিয়ে তোলে, যেখানে ঢেউয়ের মধ্যেও ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। আর সেই নীরবতার গভীরেই মানুষ ধীরে ধীরে আবিষ্কার করে প্রার্থনা শুধু ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার পথ নয়; প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের মধ্যে নিজের সত্যিকারের সত্তাকে ফিরে পাওয়ার পথ। এই অর্থেই পবিত্র জপমালা মনের আরাধনা, হৃদয়ের আত্মসমর্পণ এবং খ্রিস্টের সঙ্গে গভীরতর মিলনের এক পবিত্র যাত্রা।

তথ্যসূত্র

১. বন্দ্যোপধ্যায়, সজল ও খ্রীস্তিয়াঁ মিংঙো এস. জে. (সম্পাদিত): মঙ্গলবার্তা, জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।

২. পল, পোপ দ্বিতীয় জন, 'Rosarium Virginis', ফাদার আন্তনী সুখেন মণ্ডল (অনুবাদক) যশোর, জাতীয় ধর্মীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২০০২।

৩. সরকার, বাবু পাস্কাল, জপমালা: পরিবার সেতু বন্ধন, প্রতীতি, ২য় সংখ্যা, ২৯ বর্ষ, ২০০৮।

ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীর পরিচালক ফাদার উইলিয়াম পি. ইভান্স সিএসসি'র প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

ফাদার যাকব স্বপন গমেজ

আমি গোল্লা ধর্মপল্লীর সন্তান। আমার বেড়ে ওঠা গোল্লা ও বান্দুরাতে। সঙ্গতকারণেই সাধুতুল্য ফাদার উইলিয়াম ইভান্সকে আমি কাছ থেকে অভিজ্ঞতা করেছি। গোল্লাতে আমি তার বেদীসেবক ছিলাম (১৯৬৭-১৯৭১)। ফাদার ইভান্সকে দেখে যাজক হবার বাসনা জাগে এবং একসময় আমি প্রভুর যাজক হই। আজ বাণীপ্রচারের নিমিত্তে আছি বারমুডাতে।

এবছর যখন ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী, বান্দুরার শতবর্ষ উদযাপন হচ্ছে তখন আমি বারমুডার হ্যামিল্টনের সেন্ট তেরেসা ক্যাথিড্রাল, ১৩ এলিয়ট স্ট্রিটে, কিন্তু আমার হৃদয় গোল্লায়। আমার স্মৃতির মণিকোঠায় শ্রদ্ধেয় ফাদার ইভান্সের (১৯১৯-১৯৭১) কথা বার বার ভেসে উঠছে। আর তারই কিছু তুলে ধরে আমি তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

১. ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণে: তিনি গোল্লা সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার চার্চে আমাদের গ্রামের ছেলেদের অতি ভক্তিভরে ঈশ্বরের বাণী শিখিয়েছিলেন, যেন যিশুকে বুঝতে পারে।

২. ১৯৬৭-৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিদিনের খ্রিস্টযাগের বেদী সেবক: আমি প্রতিদিন তাঁর খ্রিস্টযাগে সেবা করতাম। তিনি ছিলেন অতি ধার্মিক। বেদীর সামনে দীর্ঘ নীরবতা, ভক্তিতে নতজানু। সেই ছোট বেদী সেবক দল (১৯৬৭-৭১) থেকে চারজন যাজক হয়েছে; যার মধ্যে আমি ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে অভিষিক্ত হই।

৩. ১০ জুন ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ দৃঢ়ীকরণ সংস্কার: ফাদার উইলিয়াম ইভান্স আমাদের সামনে অতি যত্ন সহকারে দৃঢ়ীকরণ সংস্কারের শিক্ষা উপস্থাপন করেছিলেন।

৪. ১৩ নভেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ: আমি তাঁর সাথে শেষ খ্রিস্টযাগে সেবা করি, এরপর তিনি নবাবগঞ্জে খ্রিস্টযাগ করতে রওনা হন।

৫. ১৫ নভেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ: আমরা এসএফএক্স প্রাঙ্গণে তাঁর মৃতদেহ গ্রহণ করি। খ্রিস্টপ্রসাদ দিতে যাওয়ার পথে তাঁকে আটকে নির্মমভাবে হত্যা করে ইছামতী নদীতে ফেলে দেয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী।

ফাদার ইভান্সের বীরত্বপূর্ণ গুণাবলী যা আমি দেখেছি

ধার্মিক, ঐশবাণীর ভক্তিপূর্ণ প্রচারক, দীন-দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও কষ্টভোগীদের জন্য দয়ালু পালক। গোল্লার সকল ধর্মের মানুষ - মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান সকলে তাঁকে ভালবাসতো এবং আজও ৫৪ বছর ধরে তাঁর কবরে তীর্থযাত্রা করে তার প্রমাণ রাখছে।

ন্যায় ও স্বাধীনতার পক্ষে আপোসহীন: ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মিশন স্কুলে আশ্রয় দিয়েছিলেন, আশীর্বাদ করেছিলেন ।

খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণের জন্য শহীদ: তিনি খ্রিস্টের করুণায় খ্রিস্টপ্রসাদ দিতে ব্যাকুল ছিলেন। হানাদার বাহিনী দ্বারা বিচ্ছিন্ন বক্সনগরের বিশ্বাসীদের জন্য খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে তিনি সাহস করে গিয়েছিলেন। পথে তাঁকে হত্যা করা হয়। তিনি মরলেন যেন তারা খ্রিস্টযাগ পায়।

পবিত্রতার চিহ্ন: অলৌকিকভাবে ইছামতীতে তাঁর দেহ, ভাসমান অন্য মৃতদেহের মত নয়। দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়ানো অবস্থায় পাওয়া যায়। যারা নদীতে গোসল করতে গিয়ে তাঁকে পেয়েছিল তারা বলেছিল, "এ নিশ্চয়ই কোন পবিত্র মানুষের দেহ।" ৫৪ বছর ধরে মানুষ তাঁকে "জীবন্ত সাধু" বলে জেনে আসছে।

জীবিত সাক্ষী: ঢাকার বর্তমান আর্চবিশপ এবং আরও দুইজন যাজক গোল্লায় তাঁর খ্রিস্টযাগে সরাসরি সেবা করেছেন, তাঁকে চিনতেন। আমরা তাঁর আত্মিক সন্তানরা তাঁর সাধুতার জীবন্ত প্রমাণ।

ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারি, বান্দুরার এই শতবর্ষে আমি ঢাকার আর্চবিশপ, হলি ক্রস সংঘের প্রভিনসিয়াল, মোরো প্রভিন্স, ইস্টন, এমএ, আমেরিকা, এবং স্প্রিংফিল্ড ডায়োসিসের বিশপের কাছে বিনীতভাবে আহ্বান জানাই, সাধুতুল্য ফাদার উইলিয়াম পি. ইভান্স সিএসসি'র সাধুশ্রেণীভুক্তকরণের কাজ শীঘ্র শুরু করুন। কেননা ১৯৭১ এর প্রত্যক্ষদর্শীরা চলে যাচ্ছেন। হারিয়ে যাওয়ার আগে সাক্ষ্য সংগ্রহ শুরু করি। বাংলাদেশ ও আমেরিকা একসাথে মণ্ডলীকে একজন সাধু দিক। যিনি ছিলেন আমাদের প্রথম সেমিনারির রেক্টর, গোল্লার পালক, ইছামতীর শহীদ। ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারির শতবর্ষের উপহার হোক তার পরিচালকের সাধুপদ প্রক্রিয়া শুরু করুন।

পবিত্র জপমালা রাণী মারীয়া

ব্রাদার সিলভস্টার মৃধা সিএসসি

পোপ পঞ্চম পিউস (১৫৬৬-১৫৭২) লেপান্তর যুদ্ধের সময় মণ্ডলীকে তুর্কীদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কুমারী মারীয়ার মধ্যস্থতায় সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দের এই যুদ্ধের সময় খ্রিস্টভক্তদের অনুরোধ করেন তারা যেন গভীর বিশ্বাসের সাথে রোজারীমালা প্রার্থনা করেন। যুদ্ধ ও বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পর তিনি মা মারীয়াকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং 'খ্রিস্টানদের সহায়' স্তবকটি মারীয়ার লিতানীতে সংযুক্ত করেন।

পরবর্তীতে 'জপমালা বন্দিতা রাণী মারীয়ার' পর্ব পালনের সূচনা হয়। রোজারীমালা জপ করার সময় স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও মারীয়াকে প্রণাম জানাই। এছাড়া ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে হাঙ্গেরীর যুবরাজ ইউজিন হাঙ্গেরীকে তুর্কী বাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন মা মারীয়ার নিকট জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে। এই ঘটনার পর জপমালা রাণী আরও জনপ্রিয় ও সম্প্রসারিত হয়। জপমালা প্রার্থনা করার সাথে যিশুর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ধ্যান করি। মাতা মণ্ডলী মারীয়ার আদর্শকে সামনে রেখে যিশুর সাথে পথ চলার ও তাঁকে অনুসরণ করার নির্দেশনা দেন। জপমালা প্রার্থনা দিন দিন ভক্ত মানুষের জীবনে জনপ্রিয় ও অনুগ্রহ লাভের মাধ্যম হয়ে উঠছে।

প্রতিপালিকা হিসেবে জপমালা রাণী মারীয়া: ধর্মপ্রদেশ, ধর্মপল্লী, ছাত্রাবাস, প্রতিষ্ঠান জপমালা রাণী মারীয়াকে প্রতিপালিকা হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে জানা মতে চট্টগ্রাম কাথিড্রাল গির্জা, হাসনাবাদ ধর্মপল্লী, বটমলী হোম কনভেন্ট ঢাকা, দিনাজপুর, রাজারামপুর তীর্থস্থান, শিমুলিয়া গির্জা, যশোর ইত্যাদি জপমালা রাণী মারীয়ার নামে প্রতিষ্ঠিত। আরো অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান রয়েছে মারীয়া জপমালার নামে প্রতিষ্ঠিত।

জপমালা প্রার্থনার গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ: (১) রোজারীমালা প্রার্থনার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ফাদার প্যাট্রিক পেইটন বলেন, যে পরিবার একসঙ্গে প্রার্থনা করে, সে পরিবার একসঙ্গে থাকে।" পারিবারিক শান্তি, আনন্দ ও ভালবাসার উৎস হলো জপমালা প্রার্থনা যা পারিবারিক প্রার্থনা হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। (২) কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির জপমালা ভিত্তিক অনুধ্যান হলো- 'প্রার্থনার চেয়ে পরম আনন্দদায়ক বিষয় আর নেই' বলেছেন ধন্য কার্ডিনাল নিউম্যান। (৩) পোপ ত্রয়োদশ লিও বলেন, যে সমস্ত মন্দতা সমাজকে আক্রান্ত করে, তা প্রতিহত করার জন্য জপমালা প্রার্থনা হলো একটি কার্যকর উপায়।" (৪) আর সাধু পোপ ২য় জন পল বলেন, জপমালা আমার প্রিয় প্রার্থনা। এটি হলো একটি বিস্ময়কর



প্রার্থনা। বিস্ময়কর এর সরলতায় এবং এর গভীরতায়। তাই ভক্তি ও শ্রদ্ধা ভরে যতবার আমরা জপমালা আবৃত্তি করি ততবারই মণ্ডলীর সাথে বাইবেলের সাথে একাত্ব হই এবং ঐশ অনুগ্রহ লাভের প্রীতিভাজন হয়ে উঠি। জপমালার নিগূঢ়তত্ব ধ্যান ও আবৃত্তি বিশ্বাসী ভক্তকে নিয়ে যায় স্বর্গলোকের দিকে সকল তমসা ও পাপ-প্রলোভন জয় করে। জপমালা একটি অসংস্কারীয় প্রার্থনা যা ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে যে কোন সময় আবৃত্তি করা যায়। এটি মণ্ডলীর আনুষ্ঠানিক কোন প্রার্থনা নয় কিন্তু জনপ্রিয় একটি প্রার্থনা ও মন্দতা থেকে রক্ষা পাওয়ার হাতিয়ার। ভক্ত বিশ্বাসীদের জীবনে নিত্যদিনের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের অন্যতম প্রকাশ হলো রোজারি ও প্রার্থনা আবৃত্তি করা। (৫) সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের বাণী প্রচারে জপমালা 'প্রাচ্যের উদিত রবি' বিশেষণে আখ্যায়িত মহান বাণী প্রচারক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার (১৫০৬-১৫৫২) ভারত উপমহাদেশ তথা এশিয়াতে বাণী প্রচার করেন। তাঁর প্রচারকাল ছিল (১৫৪২-১৫৫২)। তিনি একজন মারীয়া ভক্ত যাজক ছিলেন এবং দুর্গম এলাকায় বাণী প্রচারের অন্যতম সহায়ক ও হাতিয়ার হিসেবে জপমালা প্রার্থনাকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল, প্রচারের নিমিত্ত তিনি পৃথিবীর যে সকল স্থানে গমন করেছিলেন সর্বত্রই জপমালার মহিমা ঘোষণা করেছেন। অত্যন্ত পরিশ্রম বা ক্লান্তির মধ্যেও তিনি জপ করতেও ভুলতেন না। পুণ্যময়ী জননীর সম্মানের জন্য তিনি প্রকাশ্যে জপমালা করতে ইতঃস্তত করতেন না রোগীর পরিচর্যা অথবা মুমূর্ষুর অন্তিম ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত ফ্রান্সিসকে অনেক সময় বহুদূরে যেতে হত। এক সঙ্গে এত রোগীর নিকট যাওয়া অসম্ভব হত বলে তিনি অনেক সময় কোন কোন রোগীর নিকট জপমালা পাঠিয়ে দিতেন এবং তৎসহ বলে পাঠাতেন যে, রোগী যদি জপমালার সাহায্যে প্রার্থনা করতে অপারগ হয় তবে মালা গলায় পড়লেও চলবে" (কাথলিক ধর্ম-তত্ত্ব, পৃষ্ঠা ২৪১)। তিনি তাঁর প্রচার অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, তাঁর আগমনের পূর্বেই নিশ্চয়ই রোগী ভাল হয়ে যাবে অথবা তার অবস্থার উন্নতি হবে। তিনি এসে সাক্রামেন্তগুলি না দেওয়া পর্যন্ত কেউই মরবে না। রোগীরা ফ্রান্সিসের কথামত কাজ করত। আর বাস্তবিকই তিনি এসে সাক্রামেন্তগুলি প্রদান না করা পর্যন্ত কেউই মরতেন না।" (কাথলিক ধর্ম-তত্ত্ব ২৪১) বাইবেল ভিত্তিক জপমালা প্রার্থনা।

বাইবেল ভিত্তিক জপমালা প্রার্থনা: পোপ সাধু ২য় জন পল জপমালা প্রার্থনার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন এবং তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে জপমালার উপর পালকীয় পত্র লিখেছেন এবং জপমালা প্রার্থনায় জ্যোতির্ময় নিগুঢ়তত্ত্ব সংযোজন করেন। তিনি জপমালা বিষয়ে বলেন, মারীয়ার পবিত্র জপমালা

প্রার্থনা হল, সেই মধুর শিকল, যা ঈশ্বরের সাথে আমাদের যুক্ত করে দেয়।" তিনি নিজেকে মা মারীয়ার নিকট উৎসর্গ করে বলেন, "Totus Tuus"। অর্থাৎ হে মারীয়া আমি সম্পূর্ণ তোমারই!" পোপ ষষ্ঠ পল জপমালা প্রার্থনাকে বাইবেল ধ্যানের প্রার্থনা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, জপমালা প্রার্থনা হল সংক্ষিপ্ত মঙ্গলসমাচার।" চারটি ভাগে নিগূঢ়তত্ত্ব-

(১) আনন্দময় পঞ্চ নিগূঢ়তত্ত্ব (গালা ৪:৪) (৫)

(২) জ্যোতির্ময় পঞ্চ নিগূঢ়তত্ত্ব (যোহন ৮: ১২-২০) (৫)

(৩) শোকময় পঞ্চ নিগূঢ়তত্ত্ব - (৫)

(৪) গৌরবময় পঞ্চ নিগূঢ়তত্ত্ব- (৫)

মারীয়ার সহযোগে আমরা তীর্থযাত্রী: জপমালা ও মারীয়ার প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা আদি মণ্ডলী থেকে চলে আসছে। পঞ্চাশত্তমীর দিনে মা মারীয়া শিষ্যদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন এবং তিনি শিষ্যদের অভয় বাণী শোনাতেন। মা মারীয়ার ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানিয়ে মহান সম্রাট কন্সটান্টাটইনের মা হেলেনা (২৫০-৩৩০) মা মারীয়ার জন্মস্থান, যিশুর জন্মস্থান সহ অন্যান্য স্থানের পরিদর্শন করেন তীর্থযাত্রী বেশে। পরবর্তীতে সেই স্থানগুলো তীর্থস্থান হিসেবে বিবেচিত হয় এবং অনেক তীর্থ যাত্রী পরিভ্রমণে যেতে থাকে। 'জপমালা' প্রার্থনা হলো দূতের বন্দনা বা 'প্রণাম মারীয়া প্রার্থনা' আবৃত্তি করা। ইংরেজি Rose অর্থাৎ গোলাপ ফুলের সাথে তুলনা করে রোজারী প্রার্থনার উৎপত্তি হয়েছে। মারীয়ার আজন্ম পবিত্রতা বোঝানোর জন্য সাদা গোলাপ বা সাদা গোলাপ কুঁড়ি গেঁথে মালা বানানো হতো। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসার এই মালাই 'রোজারি' বা জপমালা প্রার্থনায় পূর্ণতা লাভ করে। তাই প্রতিটি প্রণাম মারীয়া সাদা গোলাপ তুল্য শুদ্ধ সুন্দর ও বিশ্বস্ততার চিহ্ন রূপেই পরিগণিত হয়। কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যে পুরুষ, মহিলা, শিশু, যুব, বৃদ্ধ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী ও গরীব সকলেই মা মারীয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে জপমালা প্রার্থনা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে। এছাড়া গোটা মণ্ডলীতে অক্টোবর মাসকে জপমালা রাণীর নিকট উৎসর্গ করা হয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের সকল মহিলা মিলে মা মারীয়ার শিরে সোনার মুকুট পড়িয়ে দেন এবং জগৎকে মা মারীয়ার নিকট উৎসর্গ করেন যেন বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মা মারীয়ার লিতানী প্রসঙ্গ কথা: কৃষ্ণনগর ধর্মপ্রদেশের বিশপ এল মরো রচিত 'কাথলিক ধর্ম তত্ত্ব' বইয়ে মা মারীয়ার লিতানী বিষয়ে উল্লেখ্য, পুণ্যময়ী মারীয়ার আনুকুল্য যাচ্নার নিমিত্ত তাঁর সম্বন্ধে যে সকল গৌরবময় অ্যাখ্যা বিবৃত হয় তাকেই মারীয়ার লীতানি অর্থাৎ স্তোত্র বলে। এর আর একটি নাম লরেটোতে স্তোত্র। ইটালির অন্তর্গত লরেটো নগরের নামানুযায়ী এটি ব্যবহৃত হয়। যিশু, মারীয়া ও সাধু যোসেফ নাজারেথ নগরে অবস্থান কালে যে গৃহে বাস করতেন সেই গৃহ অদ্যাবধি লরেটো নগরে বিদ্যমান আছে" (কাথলিক ধর্ম-তত্ত্ব, পৃষ্ঠা ২৪১)। ইতালির আনকোনাতে অবস্থিত লরেটো নামক স্থানে মারীয়ার গৃহ নামে একটি গৃহ পাওয়া যায়। এই গৃহটি প্রথম ফ্রান্সে এবং পরে লরেটোতে পাওয়া যায়। জনশ্রুতি ও লোক বিশ্বাস থেকে জানা যায় যে, মা মারীয়ার এই গৃহটি প্যালেস্টাইন থেকে স্বর্গদূতেরা বহন করে এনেছেন। এই লরেটোতে মারীয়ার গৃহ স্মরণে একটি তীর্থ বা পবিত্র স্থান হিসেবে গুরুত্ব লাভ করে এবং এখানে ভক্ত বিশ্বাসী মানুষের সমাগম হতে থাকে। ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে লরেটোতে মারীয়ার গৃহটি আবিষ্কৃত হয়। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ২ নভেম্বর পোপ একাদশ গ্রেগরী (১৩৭১-১৩৭৮) তাঁর পালকীয় পত্রের মাধ্যমে লরেটোকে পাপের দণ্ডমোচনের গির্জা হিসেবে ঘোষণা দেন। ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে ৮ মে পোপ ত্রয়োদশ বেনেডিক্ট এই গির্জাটিকে বাসিলিকা হিসেবে ঘোষণা দেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ৪ অক্টোবর পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন লরেটো হাউস পরিদর্শন করেন এবং তা তীর্থমন্দির হিসেবে আখ্যায়িত করেন। পোপ ২য় জন পল ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর লরেটোতে তীর্থ করেন এবং মারীয়ার মধ্য দিয়ে ঐশ আলো ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে মারীয়ার লিতানীটির প্রচলন শুরু হয়। এটি লরেটোর লিতানী নামে পরিচিত। মারীয়ার সম্মানে রচিত বিখ্যাত গান 'রেজিনা চেলি' অর্থাৎ 'স্বর্গের রাণী' গানটা দশম শতাব্দী থেকেই গাওয়া হয়। পরবর্তীতে তা 'স্বর্গের বাণী' প্রার্থনায় রূপ লাভ করে যা পুনরুত্থানকালে আবৃত্তি করা হয়। বিভিন্ন প্রার্থনার মধ্যে মারীয়াকে 'রাণী' আখ্যায়িত করার প্রচলনও অনেক দিনের পুরানো রীতি।

মারীয়ার দর্শন ও গ্রোটো: ইতালিয়ান শব্দ Grotta শব্দ থেকে ইংরেজি Grotto শব্দটির উৎপত্তি। গ্রীক ভাষায় Crypte যার অর্থ হল ভূ-সুরঙ্গ বা গুহা। আদি মণ্ডলীতে ভূ-সুরঙ্গ বা কাটাকুম্বে ভক্তবিশ্বাসীদের দেহ সমাধি দেওয়ার প্রচলন ও রীতি ছিল। মারীয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে দর্শন দিয়েছেন এবং জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য নির্দেশনাও দিয়েছেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ফ্রান্সের লুর্দের খাদ নদীর ধারে মাসাবিয়েল পর্বতের গুহায় ধন্যা মারীয়া ফেব্রুয়ারি ১১ থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত পরপর ১৮ বার বার্ণাডেট সুবিরু নামে ১৪ বছরের এক বালিকার নিকট দর্শন দেন। তিনি নিজেকে 'অমলোদ্ভবা' নামে পরিচয় দান করেন। খাদ নদীর তীরে পরিত্যক্ত গুহার মধ্যেই মা মারীয়া দর্শন দিয়েছিলেন। 'মারীয়া অমলোদ্ভবা' তত্ত্বটি ঘোষণা দিয়েছিলেন ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৯ম পিউস (১৮৩১-১৮৫৮)। পোপ মহোদয়ের ঘোষণা ও মারীয়ার দর্শন দান ও অমলোদ্ভবা তত্ত্বটি মণ্ডলীতে স্বীকৃতি লাভ করে। মা মারীয়ার লুর্দের দর্শনের ঘটনাটি ধীরে ধীরে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং লুর্দে মারীয়ার দর্শনকে 'লুর্দের রাণী মারীয়ার' সম্মানে ভূষিত করেন। লুর্দ হয়ে ওঠে মারীয়া ভক্তদের একটি অনন্য তীর্থস্থান এবং তীর্থের প্রার্থনা উপবাস, মানতদান ও পবিত্র পানি পান ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অনেক মানুষ নিরাময় লাভ করে। মধ্য ইউরোপের মধ্যে অবস্থিত লুর্দ হয়ে উঠে মারীয়ার নামে জনপ্রিয় এক তীর্থ-ভূমি। লুর্দের এই পাহাড়ী গুহার মধ্যে মা মারীয়ার দর্শনের আদলেই পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানে গ্রোটো নির্মাণের প্রচলন শুরু হয়। গোটা কাথলিক মণ্ডলীতে মারীয়ার সম্মান গ্রোটো নির্মাণ ও মারীয়া ভক্তি প্রথা দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠে। লুর্দে মা মারীয়া দর্শনের পূর্বে মারীয়ার সম্মানে গ্রোটো নির্মাণের প্রথা প্রচলিত ছিল কিনা সেই বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। লুর্দ নগরের আদলে মারীয়ার নামে গ্রোটো নির্মাণের প্রচলন বর্তমান কাথলিক মণ্ডলীতে একটি অন্যতম আধ্যাত্মিক অনুশীলন।

সময়ক্রম অনুসারে মারীয়ার জীবনের প্রধান ঘটনাবলী: মারীয়ার জীবনালেখ্য বা সময়ক্রম সম্পূর্ণরূপে তাঁর পুত্র যিশুর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। মারীয়ার জন্ম ও বিবাহ ইহুদী সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতির মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। ঐতিহ্য ও প্রথা থেকে যতটুকু জানা যায় মারীয়ার পিতা-মাতা আন্না ও যোয়াকিম ধার্মিক মানুষ ছিলেন এবং মারীয়াকে সেই পারিবারিক মূল্যবোধে সহায়তা ও গঠন দিয়েছিলেন। ইহুদী সামাজিক প্রথা ও পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়ম থেকে যিশুর জীবন কাহিনীর আলোকে মারীয়ার জীবনলেখ্য পাওয়া যায়।

সিনোডাল মণ্ডলীতে ফলপ্রসূ হওয়া

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

ভূমিকা: খ্রিস্টীয় জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান হলো; আমরা যেন একসঙ্গে পথ চলি, একে অপরের কথা শুনি, পরস্পরকে সহযোগিতা করি এবং পবিত্র আত্মার পরিচালনায় ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে অংশগ্রহণ করি। বর্তমান সময়ে কাথলিক মণ্ডলীতে "সিনোডালিটি" বা একসঙ্গে পথ চলা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সিনোডাল মণ্ডলী এমন একটি মণ্ডলী, যেখানে বিশপ, পুরোহিত, সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী এবং বিশ্বাসী ভক্তজনেরা সকলেই নিজেদের দায়িত্ব ও আহ্বান অনুযায়ী মাণ্ডলিক জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সিনোডাল/সহযাত্রিক মণ্ডলী হওয়া কেবল কোনো সভা করা বা মতামত নেওয়ার বিষয় নয়; এটি মণ্ডলীর একটি জীবনধারা। এখানে শ্রবণ, সংলাপ, অংশগ্রহণ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা এবং প্রেরণকর্মের চেতনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সিনোডাল মণ্ডলীতে ফলপ্রসূ হওয়া:

সিনোডাল/সহযাত্রিক মণ্ডলী হওয়ায় মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ; এই তিনটি মূল চেতনার মাধ্যমে সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ একসঙ্গে মণ্ডলীর জীবন ও প্রেরণকর্মে অংশগ্রহণ করে। সিনোডাল মণ্ডলীতে ফলপ্রসূ হওয়া মানে শুধু ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাসী হওয়া নয়; বরং অন্যের কথা শোনা, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করা, মতভেদকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা এবং সুসমাচারের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য একসঙ্গে কাজ করা। যিশু বলেছেন, "তোমরা যাও এবং সমস্ত জাতিকে আমার শিষ্য করো" *(মথি ২৮:১৯)*। তাই প্রত্যেকের নিজস্ব প্রতিভা, দায়িত্ব ও আহ্বানকে মণ্ডলীর কল্যাণে কাজে লাগানো প্রয়োজন। প্রেরিতদের কার্যবিবরণী ২:৪২-এ প্রথম খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা, প্রার্থনা, সহভাগিতা ও রুটি ভাঙার যে জীবন দেখা যায়, সেটিই সিনোডাল মণ্ডলীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ।

ফলপ্রসূ সিনোডাল মণ্ডলীর জন্য প্রয়োজন; প্রার্থনাময় শ্রবণ, পারস্পরিক সম্মান, সক্রিয় অংশগ্রহণ, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের প্রতি যত্ন, দায়িত্বশীল নেতৃত্ব এবং মিশনারি চেতনা। পোপ ফ্রান্সিসের ভাষায়; 'সিনোডালিটি কোনো অনুষ্ঠান নয়; এটি মণ্ডলীর জীবনযাপনের একটি পদ্ধতি"। সিনোডাল মণ্ডলীতে ফলপ্রসূ হওয়া মানে "আমার" পরিবর্তে "আমাদের", প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতা এবং নীরবতার পরিবর্তে সংলাপের সংস্কৃতি গড়ে তোলা। "আমরা পরস্পরের অঙ্গ" *(এফেসীয় ৪:২৫)*। তাই প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করলে মণ্ডলী আরও জীবন্ত, ঐক্যবদ্ধ ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। আমরা একটি সিনোডাল/সহযাত্রিক মণ্ডলী হওয়ায় মণ্ডলীতে সত্যিকার অর্থে ফলপ্রসূ হতে পারি।

১. খ্রিস্টকে কেন্দ্র করে একসঙ্গে পথ চলা: সিনোডাল/সহযাত্রিক মণ্ডলীর কেন্দ্র কোনো ব্যক্তি, সংগঠন বা পরিকল্পনা নয়; কেন্দ্র হলেন যিশু খ্রিস্ট। আমরা তাঁরই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ। সাধু পল বলেন, "তোমরা খ্রিস্টের দেহ এবং প্রত্যেকে তার এক একটি অঙ্গ" *(১ করিন্থীয় ১২:২৭)*। এই সত্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মণ্ডলীতে কেউ অপ্রয়োজনীয় নন। প্রত্যেকেরই নিজস্ব প্রতিভা, দায়িত্ব ও অবদান রয়েছে। একজন পুরোহিতের দায়িত্ব যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি একজন সাধারণ খ্রিস্টবিশ্বাসীর প্রার্থনা, সেবা, সাক্ষ্য এবং ভালোবাসাও গুরুত্বপূর্ণ। সিনোডাল/সহযাত্রিক মণ্ডলীতে ফলপ্রসূ হতে হলে প্রথমেই আমাদের বুঝতে হয়, আমি মণ্ডলীর দর্শক নই; আমি মণ্ডলীর একজন সক্রিয় সদস্য।

২. শ্রবণের সংস্কৃতি গড়ে তোলা: সিনোডালিটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শোনা/শ্রবণ। শুধু নিজের কথা বলাই নয়, অন্যের কথাও মনোযোগ দিয়ে শোনা? শ্রবণ প্রয়োজন। বিশেষ করে যারা সমাজ ও মণ্ডলীর প্রান্তে অবস্থান করেন–দরিদ্র, অসহায়, যুবক-যুবতী, শিশু, প্রবীণ এবং বিভিন্ন কারণে পিছিয়ে পরা মানুষ, তাদের কণ্ঠস্বর শোনা জরুরি। "প্রত্যেক মানুষ শ্রবণে তৎপর, কথনে ধীর এবং ক্রোধে ধীর হোক" *(যাকোব ১:১৯)*। সত্যিকারের শ্রবণ মানে শুধু শব্দ শোনা নয়; বরং অন্যের অভিজ্ঞতা, কষ্ট, আনন্দ, প্রশ্ন ও প্রত্যাশাকে হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করা। আমরা যখন পরস্পরকে শুনতে শিখি, তখন ভুল বোঝাবুঝি কমে এবং পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি পায়।

৩. পবিত্র আত্মার পরিচালনায় চলা: সিনোডাল/সহযাত্রিক মণ্ডলীর প্রাণ হলেন পবিত্র আত্মা। মানুষের পরিকল্পনা প্রয়োজন, কিন্তু মণ্ডলীর প্রকৃত পথনির্দেশনা আসে ঈশ্বরের আত্মার কাছ থেকে। আদি খ্রিস্টীয় মণ্ডলী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রার্থনা ও পবিত্র আত্মার নির্দেশের ওপর নির্ভর করত। "পবিত্র আত্মা এবং আমরা স্থির করিয়াছি..." *(শিষ্যচরিত ১৫:২৮)*। এখানে একটি গভীর শিক্ষা রয়েছে, সিনোডাল সিদ্ধান্ত কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয় নয়; বরং প্রার্থনা, বিবেচনা ও পবিত্র আত্মার আলোকে সত্যকে অনুসন্ধান করা। সুতরাং যে কোনো সভা, পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আমাদের প্রশ্ন করা উচিত, "প্রভু আমাদের কী বলতে চান?"

৪. সংলাপ ও পারস্পরিক সম্মান: সিনোডাল/সহযাত্রিক মণ্ডলীতে মতের ভিন্নতা থাকতেই পারে। ভিন্ন মত মানেই শত্রুতা নয়। বরং বিভিন্ন মতামত ও অভিজ্ঞতা মণ্ডলীকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে। "ভালোবাসায় সত্য কথা বলিয়া আমরা সকল বিষয়ে তাঁহার মধ্যে বৃদ্ধি পাইব, যিনি মস্তক–খ্রিস্ট" *(এফেসীয় ৪:১৫)*। 'সত্য ও ভালোবাসা' দুটিকেই একসঙ্গে ধারণ করতে হয়। মতামত প্রকাশ করার সময় কাউকে ছোট করা, অপমান করা বা নিজের মত চাপিয়ে দেওয়া সিনোডাল/সহযাত্রিক চেতনার পরিপন্থী। আমাদের বলতে হয় ও হবে, "আমি কিভাবে তোমার কথা বুঝতে পারি?", শুধু "আমার কথাই ঠিক" এমন মনোভাব নয়।

৫. সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা: সিনোডাল/সহযাত্রিক মণ্ডলীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো অংশগ্রহণ। মণ্ডলীর কাজ শুধু পুরোহিত বা কিছু নেতার দায়িত্ব নয়। প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসী নিজের দীক্ষাবাপ্তির মর্যাদা অনুযায়ী মণ্ডলীর জীবনে অবদান রাখতে পারেন। "প্রত্যেকেরই সাধারণ মঙ্গলের জন্য আত্মার প্রকাশ দেওয়া হয়" *(১ করিন্থীয় ১২:৭)*। কারও প্রতিভা সংগঠনে, কারও শিক্ষা দেওয়ায়, কারও সংগীত ও প্রার্থনায়, কারও দরিদ্র সেবায়, আবার কারও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যে প্রকাশ পায়। তাই প্রত্যেকের প্রতিভাকে চিনতে হয় এবং তা মণ্ডলীর কল্যাণে ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হয়।

৬. সেবার মনোভাব গড়ে তোলা: সিনোডালিটি কেবল আলোচনা নয়; বরং শেষ লক্ষ্য হলো সেবা ও প্রেরণকর্ম। "মানবপুত্রও সেবা পেতে আসেননি, বরং সেবা করতে এবং অনেকের মুক্তির মূল্য হিসেবে নিজের প্রাণ দিতে এসেছেন" *(মার্ক ১০:৪৫)*। তাই একটি ফলপ্রসূ সিনোডাল/সহযাত্রিক মণ্ডলী দরিদ্র, অসুস্থ, একাকী, বঞ্চিত ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়। মণ্ডলী যদি শুধু নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কিন্তু মানুষের বাস্তব কষ্টের কাছে না যায়, তাহলে তার সিনোডাল/সহযাত্রিক যাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

৭. ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করা: সিনোডাল/সহযাত্রিক মণ্ডলীতে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐক্য মানে সবাই একই রকম হবে, এমন নয়। বরং বৈচিত্র্যের মধ্যেও খ্রিস্টে এক হওয়া। যিশু তাঁর শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যেন তারা সকলে এক হয়; "পিতা, তুমি যেমন আমার মধ্যে এবং আমি তোমার মধ্যে..." *(যোহন ১৭:২১)*। মণ্ডলীর মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধ, দলাদলি, ক্ষমতার প্রতিযোগিতা ও বিভাজন সিনোডাল যাত্রাকে দুর্বল করে। তাই ক্ষমা, ধৈর্য, বিনয় এবং পারস্পরিক সম্মানের মাধ্যমে ঐক্য গড়ে তুলতে হয় ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সমুন্নত রাখতে হয়।

৮. যুবসমাজ ও নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করা: আজকের মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ যুবসমাজের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তাই যুবকদের শুধু অনুষ্ঠান পরিচালনা বা সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে নয়, বরং মণ্ডলীর আলোচনা, পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত এবং মিশনারি কর্মকাণ্ডেও সম্পৃক্ত করতে হবে। যুবকদের প্রশ্ন ও চিন্তাকে গুরুত্ব দিতে হয় ও হবে। তাদের বিশ্বাসের যাত্রায় সহযাত্রী হতে হবে। "কেউ যেন তোমার যৌবনকে তুচ্ছ না করে; কিন্তু বাক্যে, আচরণে, প্রেমে, বিশ্বাসে ও পবিত্রতায় বিশ্বাসীদের আদর্শ হও" *(১ তীমথিয় ৪:১২)*। যুবকদের মধ্যে নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ ও সেবার চেতনা জাগিয়ে তুললে মণ্ডলী আরও প্রাণবন্ত ও অংশগ্রহণীয় হয়ে উঠবে।

৯. প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা: যিশুর প্রেরণকর্মের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল প্রান্তিক ও অবহেলিত মানুষের কাছে যাওয়া। তিনি অসুস্থ, দরিদ্র, পাপী, সমাজে প্রত্যাখাত এবং অসহায় মানুষের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখিয়েছেন। "দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করবার জন্য তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন" *(লুক ৪:১৮)*। সিনোডাল/সহযাত্রিক মণ্ডলী এমন একটি মণ্ডলী হবে, যেখানে কেউ নিজেকে "বাইরে" মনে করবে না। বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্বল মানুষের কথা শুনতে হবে এবং তাদের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

১০. প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ-খ্রিস্টপ্রসাদকে কেন্দ্র করা: সিনোডাল/সহযাত্রিক যাত্রার শক্তি আসে প্রার্থনা থেকে। আমরা যদি প্রার্থনা ছাড়া শুধু পরিকল্পনা ও কার্যক্রম করি, তাহলে মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। "তারা প্রেরিতদের শিক্ষায়, সহভাগিতায়, রুটি ভাঙায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকত" *(শিষ্যচরিত ২:৪২)*। খ্রিস্টযাগ থেকে খ্রিস্টমণ্ডলী। খ্রিস্টপ্রসাদ সকল প্রেরণকাজের উৎস ও প্রেরণা। খ্রিস্টযাগ-খ্রিস্টপ্রসাদ আমাদের এক দেহে ঐক্যবদ্ধ করে। তাই খ্রিস্টপ্রসাদীয় জীবন থেকে শক্তি নিয়ে আমাদের পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীতে সেবা করতে হয়।

১১. দায়িত্বশীলতা ও স্বচ্ছতা: সিনোডাল/সহযাত্রিক মণ্ডলীতে দায়িত্ব গ্রহণের পাশাপাশি জবাবদিহিতাও প্রয়োজন। নেতৃত্ব মানে ক্ষমতা নয়; নেতৃত্ব মানে সেবা। যিশু তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছেন যে, প্রকৃত মহত্ত্ব আসে সেবার মাধ্যমে। যে ব্যক্তি কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাকে বিশ্বাসযোগ্য, স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল হতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মণ্ডলীর সম্পদ এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে যথাযথ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকা প্রয়োজন। এতে মণ্ডলীতে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি পায়।

১২. পরিবার থেকে সিনোডালিটি শুরু করা: সিনোডাল/সহযাত্রিক মণ্ডলী গড়ে ওঠে সিনোডাল পরিবার থেকে। পরিবারে যদি আমরা একে অপরের কথা না শুনি, সম্মান না করি এবং সহযোগিতা না করি, তাহলে মণ্ডলীতেও সিনোডাল চেতনা বাস্তবায়ন কঠিন হবে। পরিবারে একসঙ্গে প্রার্থনা, একসঙ্গে খাওয়া ও আলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া এবং একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে সিনোডাল/সহযাত্রিক জীবন শুরু হয়।

উপসংহার: "সিনোডাল/সহযাত্রিক মণ্ডলীতে ফলপ্রসূ হওয়া" মূলত একটি আহ্বান! একসঙ্গে চলা, একসঙ্গে শোনা, একসঙ্গে প্রার্থনা করা এবং একসঙ্গে সেবা করা। সিনোডালিটি কোনো সাময়িক কর্মসূচি নয়; এটি মণ্ডলীর একটি জীবনধারা ও চলমান প্রক্রিয়া। যিশু বলেছেন, "আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা। যে আমার মধ্যে থাকে এবং আমি যার মধ্যে থাকি, সে-ই প্রচুর ফল ধরে" *(যোহন ১৫:৫)*। এই বাণীই আমাদের সিনোডাল/সহযাত্রিক জীবনের মূল ভিত্তি। খ্রিস্টের সঙ্গে যুক্ত থেকে আমরা যদি পরস্পরের কথা শুনি, পবিত্র আত্মার পরিচালনা গ্রহণ করি, সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করি, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়াই এবং ভালোবাসায় ঐক্যবদ্ধ থাকি, তাহলে আমাদের মণ্ডলী সত্যিই ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। সিনোডাল মণ্ডলীর ফলপ্রসূতা তখনই প্রকাশ পাবে, যখন আমাদের কথার সঙ্গে কাজ, বিশ্বাসের সঙ্গে জীবন এবং প্রার্থনার সঙ্গে সেবা যুক্ত হবে। পবিত্র আত্মার পরিচালনায় আমরা যদি একসঙ্গে পথ চলি, তবে আমাদের মণ্ডলী আরও ঐক্যবদ্ধ, অংশগ্রহণমূলক, প্রেরণকর্মী ও মানবিক হয়ে উঠবে। আসুন, আমরা সকলে খ্রিস্টের সঙ্গে এবং পরস্পরের সঙ্গে পথ চলি–শুনি, সংলাপ করি, সহযোগিতা করি, সেবা করি এবং সুসমাচারের ফল বহন করি। "এই দ্বারা আমার পিতা মহিমান্বিত হন যে, তোমরা প্রচুর ফল ধারণ কর এবং আমার শিষ্য হও" *(যোহন ১৫:৮)*।

(১৭ পৃষ্ঠার পর)

সার্বিয়ার প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ

সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে চলা বিক্ষোভ আর ক্রমবর্ধমান জন অসন্তোষের মুখে অবশেষে পদত্যাগ করলেন সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভুচিচ। রাজধানী বেলগ্রেডে অবস্থিত প্রেসিডেন্টের বাসভবনের বাইরে সমর্থকদের উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে ভুচিচ বলেছেন, তার নয় বছরের শাসনামলে তিনি দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছেন। এছাড়া গত জুন মাসেই তিনি পদত্যাগের ইচ্ছার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এখন আসন্ন সংসদীয় নির্বাচনে নিজের দলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী পদে প্রার্থী হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ভুচিচ। সংবিধান অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট পদে তিনি তৃতীয়বারের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। এর আগে রুশপন্থী এই জনতুষ্টিবাদী নেতার সরকারের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেছিল, যা ঘিরে সার্ভিয়ার জনগণের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

https://www.bd-pratidin.com/international-news/2026/09/28/1306088

১৫ হাজার রানের মাইফলকে শচীনের পাশে কোহলি

একের পর এক মাইলফলক পেরিয়ে ভারতীয় ব্যাটার এবার ঢুকে পড়লেন ওয়ানডে ক্রিকেটের আরও একটি অভিজাত ক্লাবে। এত দিন যেখানে একাই ছিলেন শচীন টেন্ডুলকার, সেখানে এবার তার সমতুল্য কোহলি। রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) তিরুবনন্তপুরমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে একটি বাউন্ডারি মেরে ১৫ হাজার ওয়ানডে রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন ৩৭ বছর বয়সী কোহলি। এই কীর্তি গড়তে তার লেগেছে ৩০৩ ইনিংস। শচীন ১৫ হাজার রানে পৌঁছেছিলেন ৩৭৭ ইনিংসে। অর্থাৎ ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটারের চেয়ে ৭৪ ইনিংস কম খেলেই এই মাইলফলক ছুঁয়েছেন কোহলি। ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রানের তালিকায় অবশ্য শচীনের কাছাকাছি এখনো পৌঁছাতে পারেননি কোহলি। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ১৮ হাজার ৪২৬ রান করে শীর্ষে থেকে গেছেন শচীন। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে সরে দাঁড়ানোর পর এখন শুধু ওয়ানডেতেই খেলছেন কোহলি। শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান জিওস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, ২০২৭ বিশ্বকাপই হতে পারে ওয়ানডের মঞ্চে তার শেষ বিশ্বকাপ।

https://bangla.thedailystar.net/sports/cricket/news-3965366

সাধু টমাস বিশ্বাসীদের অনুপ্রেরণা

ফাদার গৌরব জি. পাথাং সিএসসি

যিশুর প্রেরিতশিষ্য সাধু টমাসকে আমরা অনেক সময় অবিশ্বাসী থমাস বলে থাকি কিংবা কেউ কোন কিছু বিশ্বাস না করলে তাকেও অবিশ্বাসী থমাস বলে সম্বোধন করি কিংবা গাল-মন্দ করি। কিন্তু সাধু টমাস যে বিশ্বাস নিয়ে জীবনযাপন করেছেন এবং বিশ্বাসের জন্য জীবন দিয়েছেন তা প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্যই এক অনুপ্রেরণা। তিনি সত্যের অনুসন্ধান করেছেন। তিনি কোন মতেই অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ঘটনার সত্যতা যাচাই করেছেন। তাই সত্যের সন্ধানও পেয়েছেন। যে সত্য যিশু নিজেই টমাসের নিকট ব্যক্ত করেছেন। সেই সত্যকে বুকে ধারণ করে তিনি খ্রিস্টবিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছেন। তামিলনাড়ু রাজ্যের মাইলাপুর বা মাদ্রাজে বর্তমান নাম চেন্নাই শহরে তার সেই স্মৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য জ্বল জ্বল করছে।

সাধু টমাস ৫২ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্যের মালাবার শহরের ক্র্যাঙ্গানোর উপকূলে অবতরণ করেন। ঐতিহ্য অনুসারে, তখন এই এলাকা ছিল ইহুদীদের কলোনী এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ শহর। তিনি এই এলাকায় এসে লক্ষ্য করেন যে, এই এলাকার অনেক মানুষ সনাতন কিংবা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করে পূজা নৈবেদ্যের উপর জল ছিটাচ্ছেন। তখন ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে উদ্দেশ্য করে সাধু টমাস বললেন, আপনার দেবতা হয়তো পূজা নৈবেদ্য গ্রহণ করেননি। যদি গ্রহণ করতেন তবে তো এই জল নিচে পড়ত না। সাধু টমাসের কথায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত কিছুটা অবাক হয়ে রইলেন। তারপর টমাসকে বললেন, জল উপর থেকে নিচে পড়বে এটাই তো স্বাভাবিক। সাধু টমাস বললেন, না। ঈশ্বর যদি পূজা নৈবেদ্য গ্রহণ করে থাকেন, তবে জল কখনও নিচে পড়বে না। ব্রাহ্মণ পুরোহিত বললেন, আপনার ঈশ্বরকে ডাকুন এবং প্রমাণ দিন জল কখনও নিচে পড়বে না। সাধু টমাসের হাতে একটা সুযোগ এসে গেলো। তিনি পুরোহিতকে বললেন, আমার ঈশ্বর যদি সত্যি হয়, তবে আমার ঈশ্বরকে গ্রহণ করবেন তো? ব্রাহ্মণ পুরোহিত বললেন, হ্যাঁ, গ্রহণ করব। সাধু টমাস প্রার্থনা করলেন এবং জল ছিটালেন। কিন্তু কি আশ্চর্য এক ফোঁটা জলও নিচে পড়ল না। তা দেখে পুরোহিত অবাক হলেন এবং খ্রিস্টবিশ্বাস গ্রহণ করলেন। এই ভাবে সাধু টমাস সেখানে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করলেন এবং লোকদেরকে দীক্ষিত করলেন। জীবিতকালে তিনি বিভিন্ন স্থানে বাণীপ্রচার করেছেন এবং মণ্ডলী স্থাপন করেছেন। ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুসারে, তিনি সাতটি মণ্ডলী বা খ্রিস্টীয় দল স্থাপন করেছেন। বলা হয়, তিনি তামিলনাড়ুতে এসে ১৭,৪৯০ জন ব্রাহ্মণকে, ৪,২৮০ জন শূদ্রকে এবং অন্যান্য পেশাজীবী লোকদেরকে দীক্ষিত করেছেন, ২জন বিশপকে অভিষিক্ত করেছেন, ৭জন যাজক ও ২১জন ডিকনকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি ভারতে ১৭ বছর বাণীপ্রচারের কাজ করেছেন। তারমধ্যে ৪ বছর সিন্ধি, ৬ বছর মালাবার এবং ৭ বছর মাইলাপুর বা মাদ্রাজে বাণীপ্রচার করেছেন। সাধু টমাস ৭ বছর তামিলনাড়ুর মাইলাপুর বা মাদ্রাজে বাণী প্রচার করেছেন। তার সেই ইতিহাস বুকে ধারণ করে আছে 'সেন্ট থমাস মাউন্ট' ও লিটল মাউন্ট' নামক দু'টি স্থান এবং তার সমাধিস্থল। 'সেন্ট থমাস মাউন্ট' বা 'বিগ মাউন্ট' হল সাধু টমাসের বাণীপ্রচারের প্রথম স্থান। পাহাড়টি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০ ফুট উচ্চতায় বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন সকালে 'সেন্ট থমাস মাউন্ট' বা 'বিগ মাউন্ট' পাহাড়ে পৌঁছে দেখতে পেলাম সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে সাধু টমাসের মূর্তি যেন বিশ্বাসীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। পাহাড়ে ছোট-বড় অনেক পাথর রয়েছে তবু নানা প্রজাতির গাছপালা দিয়ে সুসজ্জিত এই পাহাড়টি। অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত গির্জায় গেলাম। পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ক্রুশমূর্তি। তারপরেই রয়েছে সাধু টমাসের যাতনাভোগের সিঁড়ি যাকে বলা হয় সাধু টমাসের কালভেরী। এই পথ দিয়ে এগিয়ে গেলে দেখা যায় বিভিন্ন দেশ থেকে আনা সাধু সাধ্বীদের দেহাবশেষ সংগ্রহশালা। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলে দেখা যায় সাধু টমাসের বাণী প্রচার ও মৃত্যুর কাহিনী যা ভাস্কর্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেই পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে সাধু টমাসের শহীদ হওয়ার স্থান। সেই স্থানটিতে গির্জা নির্মাণ করা হয়েছে। গির্জার ভেতর রয়েছে পাথরের একটি ক্রুশ। এই ক্রুশমূর্তিটি সাধু টমাস নিজেই পাথর কেঁটে বানিয়েছেন। এই ক্রুশের দিকে তাকিয়েই তিনি সর্বদা প্রার্থনা করতেন। পরে এই ক্রুশবেদীতেই তিনি বলিকৃত হন। পাথরের এই ক্রুশমূর্তিতেই তার রক্ত ঝরে পড়ে। তবে তার শহীদ হওয়ার স্থানটি এখনও কাঁচের মধ্যে ঢেকে রাখা হয়েছে। সেখালে তাকালে দেখা যায় মাটি ও রক্ত। এই পবিত্র স্থানটি এখনও অক্ষত রয়েছে।

'সেন্ট থমাস মাউন্ট' থেকে 'লিটল মাউন্ট'-এর দূরত্ব প্রায় ৩ কিলোমিটার। 'লিটল মাউন্ট' চেন্নাই এয়ারপোর্ট থেকে ৯ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮০ ফুট উঁচু। 'লিটল মাউন্ট' হল সাধু টমাসের আশ্রয় স্থল। এই পাহাড়ের মধ্যে একটা গুহায় তিনি লুকিয়ে প্রার্থনা করতেন। পাহাড়ের উপর একটা গির্জা নির্মিত হয়েছে তার পাশেই গুহার অবস্থান। গুহাটির দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট এবং ১৫ ফুট প্রশস্থ এবং প্রায় ৭ ফুট উঁচু। গুহার দক্ষিণপার্শ্বে একটা জানালার মত বড় গর্ত আছে। লোকদের বিশ্বাস, এই গর্ত দিয়েই সাধু টমাস পালিয়ে যান। পালিয়ে যাওয়ার সময় পায়ের ছাপ রেখে যান। এই পায়ের ছাপ এখনও বিদ্যমান আছে। গুহার পাশেই একটা ঝর্ণা আছে। যারা তার কথা শোনার জন্য আসত এই ঝর্ণার জলই তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করত। তবে এখন ঝর্ণার জল শুকিয়ে গেছে।

সেন্ট থমাস মাউন্ট থেকে সান থোম ক্যাথিড্রাল-এর দূরত্ব প্রায় ৬ কিলোমিটার। এইখানেই সাধু টমাসের পবিত্র দেহ সমাহিত। সাধু টমাসের পবিত্র দেহের উপর গড়ে তোলা হয়েছে একটি চ্যাপেল/ছোট গির্জা। উপরতলায় রয়েছে জাদুঘর সেখানে আছে সাধু টমাসের বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন, মূর্তি, ক্রুশ, ভাস্কর্য, ছবি প্রভৃতি। এই চ্যাপেলের পাশেই রয়েছে সান থোম ক্যাথিড্রাল। বঙ্গোপসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে আছে এই সান থোম ক্যাথিড্রাল। পরে এই ক্যাথিড্রালকে বা গির্জাকে পোপ ৫ম পল ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে মাইনর ব্যাসিলাকায় রূপান্তরিত করেন। সাধু টমাসের প্রতি মানুষের ভক্তি ও ভালবাসা সত্যি অবাক করে। কত মানুষ সাধু টমাসের কারণে খ্রিস্টবিশ্বাস গ্রহণ করেছিলেন আর আজ তারই কারণে কত মানুষ বিশ্বাস নবায়ন করেন ও তারই কারণে কত মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। অবিশ্বাস-সন্দেহ থেকে সাধু টমাস আমাদেরকে বিশ্বাসের পথ দেখান।

সৃষ্টির পরিচর্যায় একটি সবুজ আন্দোলন

নিকোলাস বিশ্বাস

একটি ছোট্ট বাগান থেকে বড় শিক্ষা- পৃথিবী আমাদের সম্পত্তি নয়; এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি আমানত।

পৃথিবী আজ এক গভীর পরিবেশগত সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন, বন উজাড়, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়, মাটির উর্বরতা হ্রাস, পানি দূষণ এবং অতিরিক্ত ভোগের সংস্কৃতি আমাদের ভবিষ্যৎকে ক্রমেই অনিশ্চিত করে তুলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং একটি টেকসই ও সহনশীল সমাজ গড়ে তোলা তাই এখন আর কোনো বিলাসিতা নয় - এটি সময়ের দাবি।

এই সংকটের মধ্যে ভাটিকানের একটি ছোট্ট বাগান আমাদের সামনে একটি বড় শিক্ষা তুলে ধরছে। Mater Ecclesiae মাঠের পাশে ভাটিকান গার্ডেনে অবস্থিত সবজি বাগানটি এখন সম্পূর্ণভাবে জৈব পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। এর লক্ষ্য সর্বোচ্চ পরিমাণে ফসল উৎপাদন করা নয়; বরং প্রতিটি উদ্ভিদের স্বাভাবিক জীবনচক্র, মাটির স্বাস্থ্য এবং প্রকৃতির প্রতি সম্মান বজায় রাখা।

এই উদ্যোগটি পোপ ফ্রান্সিসের পরিবেশবিষয়ক এনসাইক্লিক্যাল Laudato si' -তে সৃষ্টির যত্ন নেওয়ার আহ্বানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পোপ মহোদয়ের এই পরিবেশবিষয়ক পত্রটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সৃষ্টি ও পরিবেশের যত্ন কোনো একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নয়; এটি সবার সম্মিলিত দায়িত্ব।

উৎপাদনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাটির প্রতি সম্মান

ভাটিকানের বাগানের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো এর দর্শন। এখানে প্রশ্ন শুধু "কত বেশি ফসল উৎপাদন করা যাবে?" - এটি নয়। বরং প্রশ্ন হলো, "কীভাবে প্রকৃতির ক্ষতি না করে খাদ্য উৎপাদন করা যায়?"

প্রায় ৪০০ বর্গমিটারের কম জায়গা জুড়ে চারটি ভাগে বিভক্ত এই বাগানে বর্তমানে শুধু অনুমোদিত জৈব সার ব্যবহার করা হয়। মাটির উর্বরতা ধরে রাখতে ফসল পর্যায়ক্রমে চাষ করা হয়। নাইট্রোজেন মাটিতে স্থির রাখতে সক্ষম শিমজাতীয় ফসলও এই পদ্ধতির অংশ।

টমেটোর ওপর সামুদ্রিক শৈবাল থেকে তৈরি একটি সার পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেচের কাজও এখনো হাতে করা হয়। এসব ব্যবস্থা দেখিয়ে দেয় যে, আধুনিক কৃষি মানেই শুধু বেশি রাসায়নিক, বেশি যন্ত্র এবং দ্রুত উৎপাদন নয়। প্রকৃতির নিজস্ব ছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন করাও আধুনিক ও দায়িত্বশীল কৃষির অংশ হতে পারে।

পৃথিবী সম্পত্তি নয়, একটি উপহার

গত নভেম্বরে ইতালীয় কৃষিবিদদের উদ্দেশে পোপ লিও চতুর্দশ বলেছিলেন, জমি চাষ করা হলো "আমাদের মাতা পৃথিবী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতার একটি বাস্তব রূপ।" তিনি আরও বলেছেন, পৃথিবী "কোনো সম্পত্তি নয়, বরং একটি উপহার।"

এই বক্তব্য পরিবেশ সুরক্ষার আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক প্রশ্ন তুলে ধরে। আমরা পৃথিবীর মালিক নই; আমরা এর অংশ। পৃথিবীর সম্পদ ব্যবহার করার অধিকার আমাদের আছে, কিন্তু সেই ব্যবহারের সঙ্গে দায়িত্বও রয়েছে।

যদি নদী, পাহাড়, বন, মাটি ও জীববৈচিত্র্যকে শুধু অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে দেখি, তাহলে সেগুলোকে সীমাহীনভাবে ব্যবহার করার প্রবণতা তৈরি হবে। কিন্তু যদি আমরা পৃথিবীকে একটি উপহার হিসেবে দেখি, তাহলে সেটিকে রক্ষা করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা আমাদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়।

এখানে নদীকে বোন, পাহাড়কে ভাই এবং ধরিত্রীকে মা হিসেবে দেখার যে ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে, সেটিও এই নৈতিক সম্পর্ককে আরও গভীর করে। নিজের মায়ের ক্ষতি যেমন করা যায় না, তেমনি পৃথিবীর ক্ষতি করাও আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যাওয়া।

আট শত বছরের ঐতিহ্য

ভাটিকানে অবস্থিত এই বাগানের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। পোপ নিকোলাস তৃতীয় ১২৭৭-১২৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পোপের বাসভবন ভাটিকানে স্থানান্তরের সময় এই ফলের বাগান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রায় আট শতাব্দী পরও এর অস্তিত্ব টিকে আছে। আজও এই বাগান মঠের পাশের গৃহস্থালির খাদ্য চাহিদার একটি অংশ পূরণ করে। সাধু ২য় জন পল (পোপ ছিলেন) যে মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানে বসবাসকারী নির্জনবাসী সন্ন্যাসিনীরা পোপের জন্য প্রার্থনা করেন। ফলে বাগানটি কেবল কৃষি উৎপাদনের জায়গা নয়। এটি ইতিহাস, আধ্যাত্মিকতা, প্রার্থনা, খাদ্য ও পরিবেশের মধ্যে একটি অনন্য সম্পর্ক তৈরি করেছে।

কিছু সাইট্রাস গাছের বয়স প্রায় ১৫০ বছর। রাসায়নিক ছাড়াই উৎপাদিত ফল ব্যবহার করে জ্যাম, ফলজাত বিভিন্ন মিষ্টি এবং বিস্কুট তৈরি করা হয়। উৎপাদিত খাদ্যের একটি অংশ দাতব্য কাজেও দেওয়া হয়। অর্থাৎ বাগানের উৎপাদন শুধু ভোগের জন্য নয়; এর একটি অংশ মানুষের সেবায়ও ব্যবহৃত হয়।

ঋতুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃষি

এই বাগানের কাজ প্রকৃতির ঋতুচক্রের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। রান্নাঘরে কোন মৌসুমে কী প্রয়োজন, তা সন্ন্যাসিনীরা জানিয়ে দেন। সেই অনুযায়ী বাগানে রসুন, তুলসী, মরিচ, সাইট্রাস ফল, কুমড়ো এবং কিউইসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা হয়। আগস্টের শেষ দিকে শুরু হয় শীতকালীন চাষের প্রস্তুতি। বাঁধাকপি, ব্রকলি, পালং শাক ও লেটুসের মতো ফসলের চাষ শুরু হয়। এই ব্যবস্থাপনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রকৃতির নিজস্ব সময় আছে। কৃষিকে সেই সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করাই টেকসই কৃষির অন্যতম ভিত্তি।

জ্ঞান যেন হারিয়ে না যায়

মালী গিলবার্তো বিয়াঙ্কি তরুণ সহকারীদের সঙ্গে নিয়ে বাগানের বিভিন্ন অংশ পরিচর্যা করেন। এর পেছনে শুধু কাজ ভাগ করে নেওয়ার বিষয় নেই; রয়েছে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি সচেতন প্রচেষ্টা।

আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে স্থানীয় ও ঐতিহ্যবাহী কৃষিজ্ঞান হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তরুণরা যদি মাটি, কৃষি ও প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে ভবিষ্যতে টেকসই খাদ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা আরও কঠিন হবে। তাই তরুণদের হাতে-কলমে প্রকৃতি ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জ্ঞানের অনুসরণ এবং তা কাজে লাগানো

খুলনার মাইনর সেমিনারীতে যাওয়ার আগের দুই বছর (১৯৮৩-৮৪) আমি ফাদার বাড়ির বাগানে কাজ করেছি। তখন প্রয়াত বাবু মঙ্গল হালদার ফাদার বাড়িতে রান্নার কাজ করতেন। তিনি রান্নার পাশাপাশি ফাদার বাড়ির বাগানে বিভিন্ন ধরণের ফুল ও সবজি চাষ করতেন। বিকেলে আমরা কয়েকজন মূলতঃ তার সঙ্গেই বাগানে কাজ করতাম। মনে পড়ে; বাগানে কাজ করার সময় আমরা তার কাছ থেকে ফুল ও সবজি চাষ সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞান আহরণ করেছি।

তখন দেখতাম বাবু মঙ্গল হালদার রান্না করার পর শাক-সবজি ও খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ ফেলে না দিয়ে বাগানের পাশেই গর্ত করে রেখে দিতেন এবং শীত আসার আগেই ঐগুলো পচে জৈব সার হয়ে যেত। এরপর শীতকালীন শাক-সবজি চাষ করার আগে বাগানের জমি প্রস্তুত করার সময় ঐ জৈব সার ব্যবহার করা হতো। তখন কোন রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হতো না। বাগানে প্রচুর টমেটো, বেগুন, শশা সহ বিভিন্ন ফুলের চাষ হতো। এই ফুলগুলোই গির্জার বেদিতে শোভা পেত।

এরই ফলস্বরূপ; আমিও আমাদের বাড়ির পূর্ব পাশের একটি ছোট্ট জায়গায় টমেটো এবং জিনিয়া ফুলের চাষ করেছিলাম। আমার মনে আছে যে, সেমিনারীতে যাওয়ার ঠিক এক মাস আগে অর্থাৎ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর সাধু নিকোলাস এর পর্বদিন ছিল। সেদিন আমি খুব ভোরে নিজের বাগান থেকে জিনিয়া ফুল নিয়ে সকালের মিসার বেদী সাজিয়েছিলাম। সেদিন মিসা দিয়েছিলেন প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ফাদার আমপেলীয় গাসপারাত্ত, এসএক্স। নিজের বাগানের ফুল দিয়ে গির্জার বেদী সাজানোয় সেদিন আমার আনন্দের সীমা ছিল না। কি কাজ করলে নির্মল আনন্দ পাওয়া যায় সেদিন সেটা বুঝতে পেরেছিলাম।

পরিবেশ রক্ষায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা

পোপের বাগানের অভিজ্ঞতা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বহন করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু উপাসনা ও আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র নয়; এগুলো মানুষের মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলারও গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

একটি গির্জা তার নিজস্ব জমিতে জৈব বাগান করতে পারে। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করতে পারে। প্লাস্টিক ব্যবহার কমাতে পারে। বৃক্ষরোপণ করতে পারে। সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারে। শিশু ও যুবকদের নিয়ে পরিবেশবিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

এভাবেই গড়ে উঠতে পারে একটি Green Church - যেখানে বিশ্বাসের শিক্ষা শুধু কথায় নয়, বাস্তব কাজের মধ্যেও প্রতিফলিত হবে। একইভাবে স্থানীয় পর্যায়ে গড়ে উঠতে পারে Green Community। একটি কমিউনিটি যদি সম্মিলিতভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বৃক্ষরোপণ, পানি সংরক্ষণ, জৈব কৃষি ও জ্বালানি সাশ্রয়ের উদ্যোগ নেয়, তাহলে ছোট ছোট পরিবর্তন একসময় বড় সামাজিক পরিবর্তনে পরিণত হতে পারে। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু-সহনশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এখন সময়ের দাবী।

বিশ্বাস, বিজ্ঞান ও কমিউনিটির সমন্বয়

জলবায়ু সংকট এতটাই জটিল যে, শুধু বিজ্ঞান দিয়ে এর সমাধান সম্ভব নয়, আবার শুধু নৈতিক আহ্বান দিয়েও যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন বিশ্বাস, বিজ্ঞান, জ্ঞান ও সামাজিক উদ্যোগের সমন্বয়। বিজ্ঞান আমাদের বলে দিচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে ঘটছে এবং এর প্রভাব কী। কিন্তু বিজ্ঞান একা মানুষকে দায়িত্বশীল আচরণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। সেখানে প্রয়োজন মূল্যবোধ ও নৈতিকতার।

বিশ্বাস মানুষকে শেখাতে পারে যে, পৃথিবী শুধু ব্যবহার করার বস্তু নয়; এটি সৃষ্টির অংশ এবং এর প্রতি মানুষের দায়িত্ব রয়েছে। আর কমিউনিটি সেই মূল্যবোধকে বাস্তব কর্মকাণ্ডে রূপ দিতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলায় বিশ্বাস, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সামাজিক উদ্যোগকে একত্রিত করে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

সমবায় ও স্থানীয় জনগণের ভূমিকা

পরিবেশ সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়নে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কৃষকরা যদি সম্মিলিতভাবে জৈব কৃষি, পানি সংরক্ষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে এর সুফল ব্যক্তি পর্যায়ের তুলনায় অনেক বেশি হতে পারে।

একই সঙ্গে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কেন্দ্রে রাখতে হবে। কোনো পরিবেশ প্রকল্প শুধু বাইরে থেকে চাপিয়ে দিলে দীর্ঘমেয়াদে সফল হওয়া কঠিন। স্থানীয় মানুষের জ্ঞান, প্রয়োজন ও অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিতে হবে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়টিও তাই পরিবেশ সুরক্ষার বৃহত্তর আলোচনার অংশ হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের জন্য বড় শিক্ষা

ভাটিকানের বাগান হয়তো আকারে ছোট। কিন্তু এর বার্তা বিশাল। এটি আমাদের শেখায়–

প্রথমত, পরিবেশ সুরক্ষা বড় কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলন দিয়ে শুরু করতে হবে না; এটি শুরু হতে পারে বাড়ির আঙিনা, স্কুল, গির্জা বা স্থানীয় কমিউনিটির একটি ছোট বাগান থেকে।

দ্বিতীয়ত, কৃষির সাফল্য শুধু উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে মাপা উচিত নয়। মাটির স্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্য নিরাপত্তাও বিবেচনায় নিতে হবে।

তৃতীয়ত, প্রকৃতিকে শুধু সম্পদ হিসেবে দেখলে চলবে না; তাকে জীবনের অংশ হিসেবে দেখতে হবে।

চতুর্থত, তরুণদেরকে পরিবেশ ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, যাতে স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হারিয়ে না যায়।

পঞ্চমত, সরকার একা জলবায়ু সংকট মোকাবিলা করতে পারবে না। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সমবায়, বেসরকারি খাত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যুবসমাজ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

"চাষাবাদ হলো হাত দিয়ে করা একটি প্রার্থনা"

একজন বেনেডিক্টাইন মঠাধ্যক্ষ একবার বলেছিলেন, "চাষাবাদ হলো হাত দিয়ে করা একটি প্রার্থনা।" এই ছোট্ট বাক্যের মধ্যেই হয়তো টেকসই পৃথিবীর একটি বড় দর্শন লুকিয়ে আছে।

প্রার্থনা শুধু মুখের শব্দে সীমাবদ্ধ নয়। একটি গাছের যত্ন নেওয়া, মাটিকে বিষমুক্ত রাখা, পানি অপচয় না করা, খাদ্যের অপচয় কমানো, জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করাও দায়িত্বশীলতার প্রকাশ। আমরা যদি সত্যিই পৃথিবীকে ভালোবাসি, তাহলে সেই ভালোবাসার প্রমাণ আমাদের আচরণে থাকতে হবে।

শেষ কথা: একটি বাগান থেকে একটি আন্দোলন

পোপ মহোদয়ের ১০০% জৈব বাগান আমাদের মনে করিয়ে দেয় - সৃষ্টির যত্ন কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়। এটি প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে জড়িত একটি বাস্তব দায়িত্ব। পৃথিবী আমাদের সম্পত্তি নয়। এটি একটি উপহার। আর যে উপহার আমরা পেয়েছি, তা নষ্ট করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই।

তাই এখন প্রয়োজন উন্নয়নের নতুন সংজ্ঞা। এমন উন্নয়ন, যেখানে রাস্তা হবে কিন্তু নদী ধ্বংস হবে না; ঘর হবে কিন্তু বন উজাড় হবে না; খাদ্য উৎপাদন হবে কিন্তু মাটি বিষাক্ত হবে না; শিল্প হবে কিন্তু বাতাস ও পানি দূষিত হবে না।

আমাদের দরকার এমন সমাজ, যেখানে বিশ্বাস মানুষকে দায়িত্বশীল করবে, বিজ্ঞান আমাদের পথ দেখাবে এবং কমিউনিটি সেই পথে হাঁটবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে কাজ করবে।

ভাটিকানের ছোট্ট বাগানটি হয়তো বিশ্বকে একদিনে বদলে দেবে না। কিন্তু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরে - আমরা পৃথিবী থেকে কী নিচ্ছি, আর তার পাশাপাশি পৃথিবীর জন্য কী রেখে যাচ্ছি?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের প্রত্যেককে নিজের জায়গা থেকে শুরু করতে হবে। একটি গাছ দিয়ে। একটি বাগান দিয়ে। একটি সবুজ চার্চ দিয়ে। একটি সবুজ কমিউনিটি দিয়ে। কারণ সৃষ্টির যত্ন নেওয়া মানে শুধু প্রকৃতিকে রক্ষা করা নয় বরং এটির মাধ্যমে মানবতার ভবিষ্যৎকেও রক্ষা করা হয়।

গত ৩৩ সংখ্যার পর...

ঈশ্বরের ক্রোধ

ক্ষুদীরাম দাস

ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, নিজের প্রতিমূর্তিতে। তাই মানুষের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ পাপ করেছে। সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে ও মানুষের পাপমুক্তির জন্যে যিশুখ্রিস্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু ছিলো ঈশ্বর পরিকল্পিত। ঈশ্বর পাপী মানুষের প্রতি প্রেমময় বলেই পাপ থেকে মুক্ত করার জন্যে সমুচিত দণ্ড তিনি তাঁর পুত্রের ওপর দিলেন। এখানে আমরা ঈশ্বরের পবিত্র ক্রোধ অনুভব করতে পারি। পাপের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তবে সেই ক্রোধে, পাপীর মরণে যে তাঁর শান্তি নাই, তিনি তাঁর সৃষ্টি মানুষকে রক্ষা করতে চান। সে হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, ঈশ্বর নিজে মানবরূপে, পিতা পুত্ররূপে এলেন তাঁর ক্রোধ প্রশমিত করতে, মানুষের রূপ ধরে। গালাতীয় ৩:১৩ পদে রয়েছে, 'যাকেই গাছে ঝুলানো হয়, সে অভিশপ্ত।' ১ যোহন ৪:১০ পদে রয়েছে, 'এতেই ভালবাসার অর্থ: আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবেসেছিলাম এমন নয়, কিন্তু তিনি আমাদের ভালবাসলেন এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।' পাপী মানুষের হাতে খ্রিস্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু আমাদের পাপের ঋণ শোধ করেছে। মানুষের পাপের ফল আত্মিক মৃত্যু, ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা-যা' খ্রিস্টের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা মুক্তি পেয়েছি। কেননা মানুষের পাপের সমস্ত তিক্ততা তিনি সহ্য করলেন। দয়া, ক্ষমা ও প্রেমের খ্রিস্ট নীরবে বরণ করে নিলেন হিংসা ও ঘৃণার সকল আঘাত ও অপমান। খ্রিস্ট হলেন পুনরুত্থিত, মৃত্যুঞ্জয়ী। হিংসা, ধ্বংস ও বিনাশের শৃঙ্খল ভাঙ্গলেন তিনি। ঈশ্বরপুত্র মানুষ হয়ে এসেছিলেন যেন মানুষ ঐশরিক গৌরবে ভূষিত হতে পারে।

জগতে মন্দতা আছে; কিন্তু মন্দতার উপরে ওঠার শক্তিতেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয়। আজ দিকে দিকে সীমাহীন হিংসা, লোভ, হানাহানি দেখে মনে হয়; যেন মানবীয় মূল্যবোধের কোনো স্থান নাই, নাই জীবনের মূল্য। চারিদিকে আজ সহিংসতার অভিযান। কিন্তু রোমীয় ১২:১৯ পদে পল যখন বলেছেন, 'কখনো প্রতিশোধ নিয়ো না, বরং সেবিষয়ে [ঐশ] ক্রোধকেই স্থান দাও।' বাইবেল রাগ না করার বিষয়ে আমাদের পরামর্শ দিয়ে থাকে। সামসঙ্গীতমালা ৩৭:৮ পদে রয়েছে, 'ক্রোধ থেকে দূরে থাক, রোষ বর্জন কর, ক্ষুব্ধ হয়ো না- শুধু অমঙ্গলই তো এর ফল।' তিনি এখানে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যেন আমরা ক্রোধ না করি, ক্রোধকে থামিয়ে দিই; ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আমরা অনেক খারাপ কাজ করে ফেলতে পারি। কারণ মথি ৫:২২ পদে রয়েছে, 'যে কেউ নিজের ভাইয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, সে বিচারাধীন হবে।' তাছাড়া এফেসীয় ৪:৩১ পদে রয়েছে, 'যত অনিষ্টের সঙ্গে যত তিক্ততা, রোষ, ক্রোধ, কোলাহল ও নিন্দাও তোমাদের মধ্য থেকে দূর করা হোক।' যাকোব ১:১৯ পদে রয়েছে, 'শুনতে সবাই তৎপর থাকুক, কথা বলতে সবাই যেন ধীর হয়, ক্রোধে ধীর হয়।'

এটা ভালো যে, রাগ যেন আমাদের মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে না দেয়। কারণ, আমরা অপরিপক্ক; এজন্যে আমরা সবকিছু জানি না, ন্যায়বিচার করতেও পারি না। তাই, আমরা যদি রেগে গিয়ে প্রতিশোধ নিতে যাই, তাহলে বেশির ভাগ সময়ই তার ফল খারাপ হবে। আর তাতে দেখা যাবে যে ঈশ্বরের শত্রু, শয়তান দিয়াবলের ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে। পল এফেসীয় ৪:২৬-২৭ পদে লিখেছেন, 'ক্রুদ্ধ হয়েও পাপ করো না; তোমরা ক্রুদ্ধ থাকতে যেন সূর্যাস্ত না হয়; দিয়াবলকে সুযোগ দিয়ো না।' বাইবেলের এ কথাটি কতই না চমৎকার। তাই কারো প্রতিশোধ নেয়া উচিত হলে ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেয়া উচিত। কারণ তিনি ন্যায়পরায়ণ। দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৩৫ পদে রয়েছে, 'প্রতিশোধ নেওয়া ও প্রতিফল দেওয়া হবে আমারই কাজ, যে সময়ে তাদের পা পিছলে যাবে; কেননা তাদের বিপদের দিন সন্নিকট, তাদের জন্য যা কিছু নিরূপিত, তা শীঘ্রই হবে উপস্থিত।' সুতরাং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আমাদের প্রতিশোধ নেয়া উচিত নয়। বাইবেলের এই অংশটি আমাদের ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। সামসঙ্গীতমালা ৭৮:৩৮ পদে রয়েছে, 'তবুও তাঁর করুণায় তিনি তাদের শঠতা ক্ষমা ক'রে তাদের ধ্বংস করলেন না, বহুবার ক্রোধ সংযত করলেন, জাগাননি সমস্ত রোষ।' মানুষ নিজের অধর্ম দিয়ে ঈশ্বরের সত্যকে চেপে রাখে, তাই মানুষের করা সকল মন্দ এবং অন্যান্য কাজের জন্য স্বর্গ থেকে মানুষের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশ পায়। এ পদের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি আপন ক্রোধ সংবরণ করতে পারেন। এ বিষয়ে বাইবেলে আরো রয়েছে, যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬; ২ রাজাবলি ২২:১৩, ১৬-১৭; রোমীয় ২:৫; মথি ৩:৫; ১১:১৫-১৭; যোহন ২:১৩-১৭; সামসঙ্গীতমালা ৩৭:৮; সামসঙ্গীতমালা ৩০:৪-৫; ৭৮:৩৮; যোহন ৩:৩৬; কলসীয় ৩:৫-৭; কলসীয় ৩:৮; গালাতীয় ৫:১৯-২১; সামসঙ্গীতমালা ৩৭:৮, কলসীয় ৩:৮, গালাতীয় ৫:১৯-২১; রোমীয় ১২:১৭-২১ ইত্যাদি।

দুঃখিত এবং রাগান্বিত হওয়া বন্ধ করুন। চিৎকার করবেন না বা অন্যকে অপমান করবেন না। খারাপ কাজ করা বন্ধ করুন। বরং একে অপরের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হোন এবং একে অপরকে ক্ষমা করুন, যেমন "ঈশ্বর খ্রিস্টের মাধ্যমে তোমাদের ক্ষমা করেছেন।" তাছাড়া এফেসীয় ৪:৩১-৩২ পদে রয়েছে, 'যত অনিষ্টের সঙ্গে যত তিক্ততা, রোষ, ক্রোধ, কোলাহল ও নিন্দাও তোমাদের মধ্য থেকে দূর করা হোক। পরস্পরের প্রতি উদারমনা ও সহৃদয় হও, যেমন ঈশ্বরও তোমাদের ক্ষমা করেছেন।' কিন্তু আমরা ক্রুদ্ধ হলে নিষ্ঠুর হয়ে যাই; ক্ষমা করতে চাই না। ২ তীমথি ২:২৩-২৪ পদ আমাদের আরো শান্ত করে ও সতর্ক করে। সদোম ধ্বংস করার আগে এবং পরের ঘটনা থেকে আমরা ঈশ্বরের রাগের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। সদয়, সুন্দর, ও ভালো সমস্ত কিছুর প্রতি তিনি সহিষ্ণু ও করুণাময়; আবার মন্দ, পাপী, ও দুষ্ট সবকিছুর প্রতি তিনি অত্যন্ত ক্রোধপূর্ণ। ঈশ্বর ক্রোধান্বিত হলে কেউই তা সহ্য করতে পারে না। সুতরাং আমাদের সবসময় ক্ষমা চাওয়া উচিত। ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ষিত না হওয়ার জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত। আমরা অনেক সময় ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমাদের হৃদয় ঈশ্বরবিহীন। কেননা ঈশ্বরকে কীভাবে ভালোবাসতে হয় তা' আমরা জানি না। ঈশ্বরকে ভালোবাসতেও চাই না। সবসময় ঈশ্বরকে পরিহার করে চলি। এ কারণে, আমাদের হৃদয় ঈশ্বর থেকে দূরে চলে গেছে। কারণ, আমরা প্রার্থনা করি না, গির্জায় যাই না নিয়মিত; আমাদের সময় নেই, খুব ব্যস্ত-এ অজুহাতে। এগুলো আমাদের একান্ত পরিহার করতে হবে।

অকৃতজ্ঞ

সুনীল পেরেরা

বাঁশঝাড়ের ডগা বেয়ে সবেমাত্র সন্ধ্যা নেমেছে। একটু পরেই দলবেধে রাতের কুৎসিত অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ে। রূপকথার মত কুয়াশাঘেরা হেমন্তের এই সাতরঙা সন্ধ্যায় যৌবনের স্নিগ্ধ স্বপ্নগুলো স্মৃতির সোনালী বারান্দার আবার ভেসে ওঠে।

এরই মধ্যে দ্রুত পা ফেলে শীত নামতে শুরু করেছে। বিরান মাঠের মধ্য দিয়ে আমি মেঠো পথে যাচ্ছি আমার বন্ধু তপুর বাড়িতে। আমাদের বাড়ি থেকে মাইল চারেক দূরে বন্ধুর বাড়ি। নদীর কারণে ঘুরে যেতে হয় অনেকটা পথ। মাঝ পথে মাইল দুয়েক অটোতে যাওয়া যায়। বিলবাদর এলাকায় তপুদের বাড়ি। হুট করেই প্রোগ্রামটা করেছি।

বিশাল বিলের মধ্য দিয়ে নতুন রাস্তা হয়েছে গঞ্জের বাজার পর্যন্ত। পিচ ঢালা হয়নি, এরই মধ্যে একটা একটা ভ্যান-রিক্সা চলতে শুরু করেছে। বাজারের মালামাল আসে নদীপথে। হাটবার তাই বেশ জমজমাট বেচাকেনা। বাজারের সারি সারি দোকানের শেষ মাথায় বটতলা ব্রিজের পাশে থানা। থানা লাগোয় একটা বাড়িতে বিয়ের বাদ্যবাজনা চলছে। বহু মানুষের আনন্দ কলনাদ শোনা যাচ্ছে। দ্রিম দ্রিম করে ড্রাম বাজছে।

বাজার পেরিয়ে আরেকটা ছোট্ট মাঠের পরই একটা বাঁশের সাঁকো পার হয়ে ওপাড়ে গিয়ে দেখি অদূরে একটা বাড়ির বিকম্পিত ক্ষীণ আলোর রেখা। অশ্বথতলার ঘুট ঘুটে অন্ধকার পার হয়ে বায়ে ঘুরতেই একটা গেরস্ত বাড়ি।

টর্স জ্বালিয়ে উঠানে পা দিতেই একটা ক্ষীণদেহী কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। বাড়ির দাওয়ার বসে একজন ভূমিজ লোক পটপট করে হুকো টানছে। মাথায় দীর্ঘকাল তেলহীন পিঙ্গল চুল। মুখে দীর্ঘ শ্মশ্রু, ঝোলা গোঁফ, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা রঙিন সুতো দিয়ে কানের পেছনে বাঁধা। দেখে মনে হলো জীবনের নগ্ন যন্ত্রণায় জর্জরিত।

লোকটা হুঁকো টানা একবার একটু থামিয়ে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে আবার ক্রমাগত টানতে লাগল। পরিচয় বা বসার কথা কিছুই বলল না। আমি উঠানে দাঁড়িয়ে রীতিমত বিব্রত। এটা তপুদের বাড়ি কি না তাও নিশ্চিত হতে পারিনি। পথ চলতি একটা হাটুরে লোক অন্ধকারে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বলেছে ঐ যে ঐ বাড়িটা। অথচ পাশাপাশি আরেকটা বাড়িও রয়েছে।

বিনয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি তপুদের বাড়ি? আমার কথা লোকটার কানে গিয়েছে কি না বোঝা গেলো না। এবার বারান্দা থেকে উঠে এলো এক যুবতি। পড়নে লতাপাতা আঁকা ছিট শাড়ি। গায়ে কোন ব্লাউজ নেই। শাড়ির এক মাথা বুকে জড়িয়ে রেখেছে। লতিয়ে ওঠা লিকলিকে হাতের কব্জিতে তিনটা করে লাল কাঁচের চুঁড়ি। মাথায় মাখমাখি চুলে বিনুনি করা। ওর শ্যামলা রঙের চিকন গালে অশ্রুর ফোঁটার ন্যায় একটা কালো তিল রয়েছে। সবে মাত্র গায়ে প্রথম যৌবনের ঢেউ লেগেছে।

মেয়েটা আমার সামনে এসেই পর পর প্রশ্ন করতে থাকে। নাম পরিচয় বললাম। আরও বললাম, আমি তপুর বন্ধু, আমরা এক সাথেই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা করে বিসিএস পরীক্ষা দিয়েছি।

মেয়েটি নমস্কার করে দ্রুত একটা প্লাস্টিকের মোড়া এনে দিল। উঠানের মাঝখানে বড় একটা আমগাছ। বুড়ো লোকটা সেখানেই বসা। তার পাশেই বসলাম। মেয়েটির নাম রণিতা। তপু প্রায়ই রণিতাকে নিয়ে গল্প করত। ওর সারা অন্তরে যেন রণিতা ছাড়া আর কোন স্মৃতি নেই। অথচ মানুষ কত বদলে যায় সময়ের ঘূর্ণিপাকে। রক্তের বাঁধন কি এতই টুকরো হতে পারে?

বললাম, তপু আমি এক সাথেই পরীক্ষা দিয়েছি। তপু তখন কবিতার প্রেমে মগ্ন। কবিতার সাথে যোগ হয় প্রেম। তাই ওর পরীক্ষা তেমন ভালো হয়নি। অথচ ক্লাশে সে আমার চেয়ে বেশি মার্ক পেতো। আমি উচ্চতায়ও তার কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারিনি। কিছুদিন দু'জনে একটা প্রাচীর পত্রিকাও বের করেছিলাম। ভালো রেজাল্ট হয়নি বলে সেই যে হোস্টেল ছেড়ে চলে এসেছে এরপর আর কোন যোগাযোগ রাখেনি। মোবাইল সিমটাও বদলে ফেলেছে বোধ হয়। অনেক দিন খোঁজ খবর নেই তাই এক বন্ধুর কাছ থেকে পথের খবরা-খবর নিয়ে আজকে এসেছি। ওর জন্য একটা চাকরিও ঠিক করেছি আমার অফিসে।

রনিতা বলল, দাদা পরীক্ষার রেজাল্ট হবার পর আর বাড়ি আসেনি। হয়তো মন খারাপ করেছে। তপুদা চিতই পিঠা আর নারকেল নাড়ু খুব পছন্দ করত। আমাদের অভাবের সংসার তারপরও মা তার জন্য পিঠার গুড়ি রেখে দিত। গাছে নারকেল থাকে তাই নারু বানিয়ে বৈয়ামে রেখে দিতেন মা। তপুদার একটা দোষ ছিল। রাগলে তেঁতে জ্বলন্ত আগুনের মত লাল হয়ে যেতো। একবার একটা ফাজিল ধরনের মেয়ে প্রেমের চিঠি দিয়েছিল। তপুদা রেগে গিয়ে এক থাপ্পরে মেয়েটার একটা দাঁত ফেলে দিয়েছিল। তবে তাকে জীবনে কোন দিন প্রেম করতে দেখিনি। সেই তপুদা কেমন করে আমাদের ভুলে গেলো।

রনিতার কণ্ঠ ভারি হয়ে গেল। বলল, মা তার জন্য কাঁদতে কাঁদতে এখন অবসন্ন দেহে পরপারের পথে। বাবা তার পথ চেয়ে থাকতে থাকতে এখন চোখ ঝাঁপসা হয়ে এসেছে। কানে কিছুই শোনে না। প্রায় রাতেই হঠাৎ করে 'তপুরে' বলে জোরে জোরে চিৎকার করে কাঁদে। আজকেও সারারাত বাবা কাঁদবে।

একটু থেমে আবার বলল, লোকের মুখে শুনেছি দাদা বিউটি পার্লারের একটা চুল ছাঁটা মেয়েকে বিয়ে করেছে। তবে কোথায় থাকে কেউ বলতে পারে না।

রনিতার কথার পর তপুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালোবাসার সেই মূর্তিটা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে। রনিতার মাথার উপর পাহাড়সম দারিদ্রের বোঝা চাপিয়ে প্রাণপ্রিয় দাদা পৃথিবীর কোন সুখের রাজ্যে বসবাস করছে অকৃতজ্ঞের মতো। রনিতাকে কথা দিলাম, যেমন করেই হোক তপুকে খুঁজে বের করবো ওর পাপের শাস্তি দেবার জন্য। তপুর বাবা-মাকে বলে সান্তনা দেবো? বারান্দায় তপুর অসুস্থ মা একটা পাটিতে শুয়ে আছে। বাড়িতে একটা মাত্র পুরানো টিনের ঘর। সামনে উন্মুক্ত একচালা রান্নাঘর। পাশেই স্বযত্নে লালিত লাউয়ের মাচায় কুঁড়ি বেরিয়েছে। একপাশে মুকুল এসছে। বাতাসে মুকুলের মৌ মৌ গন্ধ।

রনিতার মা বুকের উপর করতল দুটি প্রণামের ভঙ্গিতে চেপে ধরে আধখানা বৃত্তের ন্যায় শুয়ে রয়েছে। হাতের বানবন্ধে রোজারিমালা জড়িত। যেন মৌন প্রার্থনায় পরম পিতার কাছে নিজেকে সঁপে দিচ্ছেন।

খাবার আগে রনিতা একটা পেঁপে কেটে দিল। নিজের গাছের পেঁপে। বিদায় নেবার আগেই রনিতা বারবার অনুরোধ করছে থেকে যাবার। ইচ্ছেও হয়েছিল অন্তত একটা রাত এই স্নেহ-কাতর পরিবারটিকে একটু সান্তনা দিয়ে যাই। থাকার উপায় ছিল না। পরেরদিন অফিসে জরুরী মিটিং।

তপুর বাবা-মাকে প্রণাম করে, যখন পথে নেমে এলাম তখন আকাশের নীল সাগরে ভাসছে দলছুট মেঘের টুকরো। চাঁদনী রাত। আকাশের দূরায়ত মলাটে প্রোজ্জ্বল লক্ষ কোটি নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। ত্রয়োদশী চাঁদের আলোয় শুভ্রতার রঙ লেগেছে প্রান্তরে। দিগন্ত ব্যাপি যেন পুণ্যের জোৎস্না ঝরে পড়ছে। দেখেছি চাঁদের তীর্যক আলো বারান্দায় মৃতপ্রায় মানুষটির সিথান পৈতানে দোল খাচ্ছিল যেন স্বর্গীয় আসিষ ঝরে পড়ছে স্বর্গ থেকে।

বাসায় ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। এসে দেখি টেবিলে চিরকুট। "তপু গুরুতর অসুস্থ। বর্তমানে যশোরে খ্রিস্টান হাসপাতালে ভর্তি। সম্ভব হলে রাতেই চলে যা। হয়তো এটাই শেষ দেখা।

ইতি-প্রান্ত"

তৎক্ষণিক প্রস্তুতির পর সেই রাতেই রওনা হয়ে গেলাম যশোরের পথে।

(পূর্ব প্রকাশ, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩৫তম সংখ্যা)



শিশু যিশুর সাধ্বী তেরেজা কুমারী

(১৮৭৩ - ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ)

ফ্রান্সিস গমেজ

পর্বদিন : ১ অক্টোবর

ধর্মপ্রচারক, বিমানযাত্রী এবং রাশিয়ার প্রতিপালিকা

এলনকান-এ বসবাসকারী ফরাসী ধর্মপ্রাণ পিতা-মাতা লুইস মার্টিন ও জিলিপ ওইরিন পরিবারে ৯ সন্তানের মাঝে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন ফ্রাংকোইস তেরেজা মার্টিন। তার জন্ম ২ জানুয়ারি, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে। এক সময় তাঁর বাবা-মা দুইজনই ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। ঈশ্বর কিন্তু তাঁদের তেরেজা সে জীবনে গ্রহণ না করে বরং তাঁদের পাঁচজন সন্তানকে সে জীবনে গ্রহণ করেছেন। ছোট তেরেজা ৫ বৎসর বয়সেই মাকে হারান। পরবর্তীতে ৯ বৎসর বয়স থেকেই লিসিও-তে কার্মেলাইট সম্প্রদায়ে তাঁর বোনদের অনুসরণ করে ধর্মব্রতিনী হবার আগ্রহ প্রকাশ করে আসছিলেন। ১৫ বৎসর বয়সেও বিশপ তাঁকে ছোট বলে সে জীবনে প্রবেশ করার অনুমতি দেননি। তাই জুবিলী উপলক্ষে রোমে গিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে পোপ এয়োদশ লিও-কে অনুরোধ করেন যাতে তিনি তাঁর জন্য মধ্যস্থতা করেন। এর ফলে ১৬ বৎসরে পড়ার আগে মাদার প্রায়রেস শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঐ সম্প্রদায়ে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রতবাণী উচ্চারণ করেন এবং শিশু যিশুর তেরেজা নাম ধারণ করেন।



শিশু যিশুর তেরেজা ঈশ্বরের অপূর্ব কৃপারাশির অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। তিনি দ্রুত ও সার্বক্ষণিকভাবে পবিত্রতায় অগ্রসর হচ্ছিলেন। ফলে ২২ বৎসর বয়সে তিনি নব্যালয়ের পরিচালিকা নিয়োজিত হয়েছিলেন। তাঁর স্পষ্ট দৃশ্যমান পুণ্যগুণগুলোর মাঝে কয়েকটি হলো শিশুসুলভ সরলতা, পরম নম্রতা, বিরামহীন আত্মদমন, ঈশ্বরের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা এবং আস্থা। ঈশ্বর যিনি সর্বশক্তিমান এবং সমবেদনশীল তাঁর কাছে কারও চাওয়াই অতিরিক্ত হতে পারে না। তাঁর উপর যে যতোটা ভরসা রাখবে ঠিক সেই অনুপাতেই সে পাবে।

শিশু যিশুর তেরেজা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসায় তাঁর "ক্ষুদ্র পথে" তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের ছোট ছোট কর্তব্যগুলো নিখুঁতভাবে পালন করে তিনি অসংখ্য সাধারণ মানুষের আদর্শ এবং অনুপ্রেরণা হয়েছেন। "একটি আত্মার কাহিনী" নামক তাঁর বিশ্ববিখ্যাত আত্মজীবনীতে তিনি এই সত্যটি প্রকাশ করেছেন যে, আত্মজীবনী তাঁকে বাধ্যতাঁর বশবর্তী হয়ে লিখতে হয়েছে। কোন বিষয়ে নিজেকে জাহির না করা, কোন বিষয়ে নালিশ না করা, তিনি যে পীড়িত তা প্রকাশ না করা, যারা তাঁর প্রতি সমবেদনাহীন তাদের প্রতি বিশেষ বন্ধুভাব দেখানো, মন জয় করা, হাসির সাহায্যে অসৌজন্যমূলক কটাক্ষের প্রত্যুত্তর দেওয়া, এগুলো ছিল তাঁর মূলনীতি।

৯ বৎসরের কনেভেন্ট জীবনে তিনি এতোই আত্মবিলুপ্ত ও স্বাভাবিক ছিলেন যে, তিনি সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতেন এবং সম্প্রদায়ের অনেক সিস্টারই তাঁকে ভুল বুঝতেন। মণ্ডলীর যাজক ও প্রচারকদের প্রার্থনা আর ত্যাগস্বীকার দ্বারা সাহায্য করাকে তিনি তাঁর বিশেষ দায়িত্ব বলে মনে করতেন। মনের এবং দেহের কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টসাক্ষী হয়ে মধুময় আত্মদানের ও বীরত্বপূর্ণ ধৈর্যের সাথে ঈশ্বরের সদয় ভালোবাসার উপহারস্বরূপ নিজেকে সমর্পণ করে মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর নিজেকে নিঃশেষ করে তেরেজা প্রাণত্যাগ করেন। এই পৃথিবীতে একটি কাজই করার: "যীশুকে ভালোবাসা, তাঁর জন্য আত্মা উদ্ধার করা যাতে মানুষ তাঁকে আরও ভালোবাসে"।

তেরেজার জনপ্রিয় নামটি ক্ষুদ্রপুষ্প। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ একাদশ পিউস কর্তৃক তিনি সাধ্বী শ্রেণিভুক্ত হন। তিনি আকাশ পর্যটনকারী বা বিমানযাত্রীদের এবং রাশিয়ার প্রতিপালিকা। সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের সাথে তিনি সকল ক্যাথলিক মিশনেরও প্রতিপালিকা।

আমি কে

শ্রাবন নিকোলাস কস্তা

নীরবতার গভীরে আমি এক অনন্ত প্রশ্ন,
সময়ের স্রোতে ভাসি, তবু সময়ের নই।
শরীর আমার ক্ষণিকের মাটির আশ্রয়,
আত্মা আমার অনন্তের অভিযাত্রী।
আয়নার ওপারে খুঁজি সত্যের মুখ,
প্রতিটি নিঃশ্বাসে অসীমের স্পর্শ জাগে।
নিঃসঙ্গতা নীরবে শেখায় আত্মার ভাষা,
প্রার্থনা খুলে দেয় অন্তরের দ্বার।
দুঃখ আমাকে ভাঙে না, গভীর করে,
আনন্দ শেখায় কৃতজ্ঞতার আলো।
ভালোবাসা ঈশ্বরের নীরব উচ্চারণ,
সত্য আমার হৃদয়ের জাগ্রত প্রদীপ।
আমি ক্ষুদ্র, তবু আকাশের স্বপ্ন বহন করি,
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার নীরব প্রতিধ্বনি।
নিজেকে খুঁজতে খুঁজতেই তাঁকে খুঁজে পাই–
ঈশ্বরের প্রেমেই আমার চিরন্তন পরিচয়।

আলোচিত সংবাদ

আমদানি কমায় ২ হাজার টাকার বেশি ১২ কেজির সিলিন্ডার

এক ধাক্কায় আমদানি প্রায় ২৫ শতাংশ কমে যাওয়ায় দেশের বাজারে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) তীব্র সংকট তৈরি হয়েছে। সরবরাহ ঘাটতির সুযোগে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) নির্ধারিত দরের চেয়ে সিলিন্ডারপ্রতি ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত বাড়তি নেওয়া হচ্ছে। ফলে খুচরা বাজারে রান্নায় বহুল ব্যবহৃত ১২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম দুই হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেছে। বিইআরসি ও এলপিজি আমদানিকারক সূত্র জানায়, গত আগস্ট মাসে দেশে প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার টন এলপিজি আমদানি হয়েছিল। চলতি সেপ্টেম্বর মাসে তা নেমে এসেছে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার টনে। অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানে আমদানি কমেছে প্রায় ৪০ হাজার টন। অথচ চলতি মাসের ২ সেপ্টেম্বর বিইআরসি ১২ কেজির সিলিন্ডারের দাম ১৩ টাকা কমিয়ে ১ হাজার ৫৮৫ টাকা নির্ধারণ করেছিল। বাস্তবে বাজারে সিলিন্ডার পেতে ভোক্তাদের গুনতে হচ্ছে ২ হাজার থেকে ২ হাজার ১০০ টাকা পর্যন্ত। ব্যবসায়ীরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধাবস্থার কারণে লোহিত সাগর ও হরমুজ প্রণালির মতো প্রধান নৌপথে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। এতে বিশ্বজুড়ে তীব্র জাহাজসংকট দেখা দিয়েছে এবং পরিবহন ভাড়াও বহুগুণ বেড়েছে।

তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশকে ১০ কোটি ডলারের ঋণ দিচ্ছে এডিবি

বাংলাদেশের নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের জন্য সাশ্রয়ী ও দুর্যোগসহনশীল আবাসন ঋণের সুযোগ বাড়াতে ১০ কোটি ডলার ঋণ অনুমোদন করেছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। বিশেষ করে নারী ও প্রচলিত ব্যাংকঋণের বাইরে থাকা পরিবারগুলো এ ঋণের সুবিধা পাবে। এডিবির এ অর্থ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং এর আওতাভুক্ত যোগ্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। এর আওতায় দীর্ঘমেয়াদি ও জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ দেওয়া হবে, যা দিয়ে পরিবারগুলো নতুন ঘর নির্মাণ, পুরোনো ঘর মেরামত ও উন্নয়ন করতে পারবে। রবিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত এডিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসনের ঘাটতি এবং আবাসন ঋণ পাওয়ার সীমিত সুযোগ মোকাবিলায় এ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলো প্রচলিত আবাসন ঋণব্যবস্থার বাইরে থাকায় তাদের জন্য এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

https://www.protidinersangbad.com/trade/588033

অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে বিদেশি ঋণ পরিশোধ ৮ হাজার ৬২৬ কোটি টাকা

চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম দুই মাস জুলাই ও আগস্টে ৬৯ কোটি ৮৯ লাখ ২০ হাজার ডলারের বিদেশি ঋণ পরিশোধ করেছে বাংলাদেশ। দেশীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৮ হাজার ৬২৬ কোটি টাকা। রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে ৬৬ কোটি ৭১ লাখ ১০ হাজার ডলারের ঋণ পরিশোধ করেছিল বাংলাদেশ, যা দেশীয় মুদ্রায় ৮ হাজার ১৩১ কোটি টাকা। সে হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে বিদেশি ঋণ পরিশোধ বেড়েছে ৩ কোটি ১৮ লাখ ১০ হাজার ডলার। প্রতিবেদন অনুযায়ী, জুলাই ও আগস্টে পরিশোধিত অর্থের মধ্যে মূল ঋণের কিস্তি বাবদ ৫১ কোটি ৬০ লাখ ৪০ হাজার ডলার বা প্রায় ৬ হাজার ৩৬৯ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে বাংলাদেশ। আর সুদ বাবদ পরিশোধ করেছে ১৮ কোটি ২৮ লাখ ৮০ হাজার ডলার বা প্রায় ২ হাজার ২৫৭ কোটি টাকা। এদিকে, চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে বিদেশি ঋণের অর্থছাড় হয়েছে ২৯ কোটি ৪৫ লাখ ৬০ হাজার ডলার। আর জুলাই-আগস্ট সময়ে নতুন করে ২৪ কোটি ডলারের ঋণ প্রতিশ্রুতি পেয়েছে বাংলাদেশ।

তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশসহ মোট ২০টি দেশের শুল্ক আরোপ বন্ধ করলো যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা বিরল রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিশেষায়িত কিছু ওষুধ ও সংশ্লিষ্ট উপাদানের ওপর কোনো অ্যাড ভ্যালোরেম শুল্ক আরোপ করবে না যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ-ভারতসহ মোট ২০টি দেশকে এই শুল্ক ছাড়ের সুখবর দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে দেশগুলোর তালিকা ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশ করেছে। এর আগে নির্দিষ্ট কিছু পেটেন্টযুক্ত ওষুধ ও সংশ্লিষ্ট উপাদানের আমদানিতে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছিল ওয়াশিংটন। তবে নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ তালিকাভুক্ত দেশগুলো শূন্য শতাংশ শুল্কের সুবিধা পাবে। শূন্য শুল্কের আওতায় থাকা পণ্যের মধ্যে রয়েছে বিরল রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ, বন্ধ্যত্বের চিকিৎসার ওষুধ, কোষভিত্তিক চিকিৎসা, জিন থেরাপি, অ্যান্টিবডি-ড্রাগ কনজুগেটস (এডিসি) এবং পশু চিকিৎসার ওষুধ। এসব ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট উপাদানও ছাড়ের আওতায় থাকবে। বাংলাদেশের পাশাপাশি শূন্য শতাংশ শুল্কের তালিকায় রয়েছে ভারত, আর্জেন্টিনা, কম্বোডিয়া, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, গুয়াতেমালা, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, জর্ডান, মালয়েশিয়া, উত্তর মেসিডোনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সুইজারল্যান্ড, লিশটেনস্টাইন, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও ভিয়েতনাম।

https://www.jugantor.com/national/1161541

প্রথমবারের মতো নারী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মরক্কো

মরক্কোর প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ফাতিমা জাহরা আল মানসুরিকে মনোনীত করেছেন দেশটির বাদশাহ ষষ্ঠ মোহাম্মদ। এর মাধ্যমে তিউনিশিয়ার নাজলা বুদেনের পর তিনি আরব বিশ্বের দ্বিতীয় নারী হিসেবে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচনে ফাতিমার মধ্যপন্থী দল 'অথেন্টিসিটি অ্যান্ড মডার্নিটি পার্টি' (পাম) সর্বাধিক ৯৭টি আসন পেয়ে জয়লাভ করে। জয়ের পর দলটির শীর্ষ নেতা ফৌজি লেকজাকে পেছনে ফেলে ৫০ বছর বয়সী মানসুরিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেন বাদশাহ। বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, পেশায় আইনজীবী মানসুরি মরক্কোর মোহাম্মদ ভি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে করপোরেট আইনে উচ্চতর ডিগ্রি নেন। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারাকেশের প্রথম নারী মেয়র হন এবং পরবর্তীতে বিদায়ি জোটে নগর পরিকল্পনা ও আবাসন মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার আগে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বাদশাহকে 'নারীদের সবচেয়ে বড় সমর্থক' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, সরকারের নেতৃত্ব দেওয়া তার জন্য একটি বিরাট সম্মান। তবে রাজনীতিতে নারীদের অধিকার বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিতর্কিত বিষয়ে তিনি সব সময়ই সতর্কতার সাথে কথা বলছেন। নিজেকে 'লৌহ নারী' ভাবতেও নারাজ তিনি।

https://www.kalerkantho.com/online/world/2026/09/30/1746119

(বাকি অংশ ১০ পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

“ধন্য” আর্চবিশপ ফুলটন শিন: মা মারীয়ার এক অকৃত্রিম ভক্ত

বিংশ শতাব্দীর কাথলিক মণ্ডলীতে আধুনিক গণমাধ্যমের সঠিক ব্যবহার এবং আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের কথা ভাবলে যে নামটি সবার আগে আসে, তা হলো আর্চবিশপ ফুলটন জে. শিন (Archbishop Fulton J. Sheen)। তিনি একাধারে ছিলেন একজন অসাধারণ বাগ্মী, বিশিষ্ট দার্শনিক, প্রাগ্য অধ্যাপক, লেখক এবং আধুনিক যুগের এক দূরদর্শী সুসংবাদ প্রচারক। বেতার ও টেলিভিশনের পর্দায় ধার্মিকতার আলো ছড়িয়ে তিনি কোটি কোটি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন।

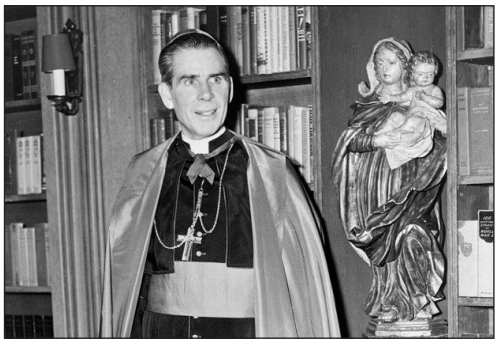
প্রাথমিক জীবন ও শিক্ষা: ফুলটন শিন ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে আমেরিকার ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের এল পাসো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত কাথলিক পরিবারে বেড়ে ওঠা শিন শৈশব থেকেই প্রজ্ঞা ও গভীর বিশ্বাসী চেতনার পরিচয় দেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি পেওরিয়া ধর্মপ্রদেশে পুরোহিত (Priest) হিসেবে অভিষিক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি বেলজিয়ামের বিখ্যাত লোভেন কাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন এবং শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিখ্যাত ‘কার্ডিনাল মার্সিয়ার পুরস্কার’ লাভ করেন। আমেরিকার দ্য ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটিতে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে তিনি তাঁর মেধা ও পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রাখেন।

আধ্যাত্মিক জীবন ও শিক্ষা: বাহ্যিক জনপ্রিয়তার পেছনে না ছোটা ফুলটন শিন ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রার্থনাশীল ব্যক্তিত্ব। দৈনিক ‘পবিত্র প্রাহরিক’ (Daily Holy Hour) প্রার্থনায় বিশ্বস্ততার সাথে যাজক অভিষেকের দিন থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি প্রতিদিন পরম পবিত্র সাক্রামেন্তের সামনে অন্তত এক ঘণ্টা নীরব প্রার্থনা (Holy Hour) করার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। এছাড়া মা মারীয়ার প্রতি তার ছিল গভীর আধ্যাত্মিক অনুরাগ। প্রতিদিন মালাপ্রার্থনা (Rosary) করা এবং মণ্ডলীর সদস্যদের খ্রিস্টের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি চর্চার শিক্ষা দিতেন তিনি।

খ্রিস্টমণ্ডলীতে অবদান ও প্রভাব:

১. গণমাধ্যমে সুসংবাদ প্রচারের পথপ্রদর্শক: আর্চবিশপ শিন ছিলেন আধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ঐশবাণী প্রচারের পথপ্রদর্শক। ১৯৩০-এর দশকে ‘দ্য ক্যাথলিক আওয়ার’ (The Catholic Hour) রেডিও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর সম্প্রচার যাত্রা শুরু হয়। ১৯৫০-এর দশকে টেলিভিশন যুগের সূচনাতেই তিনি চালু করেন তাঁর বিশ্বখ্যাত টিভি শো ‘লাইফ ইজ ওরথ লিভিং’ (Life is Worth Living)। কেবল হাতে একটি চক এবং পেছনে একটি ব্ল্যাকবোর্ড নিয়ে তিনি দর্শনের কঠিন তত্ত্ব, নৈতিক শিক্ষা ও খ্রিস্টীয় জীবনবোধ এমন প্রাঞ্জল ভাষায় পরিবেশন করতেন যে, কাথলিকদের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের লাখ লাখ মানুষও তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠে।

২. আধ্যাত্মিক পুনঃসংস্কার ও লেখালিখি: তিনি প্রায় ৭৩টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ‘লাইফ অব ক্রাইস্ট’ (Life of Christ) বিশ্বজুড়ে একটি কালজয়ী আধ্যাত্মিক গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। তিনি বিশ্বাসীদের প্রতিদিনের ব্যস্ততার মাঝে ‘পবিত্র সংস্কারের (Blessed Sacrament) সম্মুখে এক ঘণ্টার আধ্যাত্মিক নীরবতা ও



প্রার্থনা’ (Holy Hour) করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করতেন, যা কাথলিক ধার্মিকতায় এক গভীর আন্দোলন তৈরি করে।

৩. মিশন ও দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা: তিনি দীর্ঘদিন ভাটিকানের ‘সোসাইটি ফর দ্য প্রোপাগেশন অব দ্য ফেইথ’-এর জাতীয় পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং বিশ্বজুড়ে কাথলিক মিশন ও সেবামূলক কাজের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেন। ঐতিহাসিক দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায় (Second Vatican Council) একজন বিশেষজ্ঞ বিশপ হিসেবে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

সাধুশ্রেণীভুক্তকরণ (Sainthood Cause) ও ধন্য ঘোষণা: আর্চবিশপ শিনের জীবন ও কাজের পবিত্রতা বিবেচনা করে তাঁর মৃত্যুর পর ভাটিকানে সাধুশ্রেণীভুক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট কর্তৃক ‘শ্রদ্ধেয়’ (Venerable) উপাধিতে ভূষিত করেন। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার বাইরে এক অলৌকিক আরোগ্য লাভের ঘটনাকে ভাটিকান স্বীকার করে নেয়। ৬১ মিনিট ধরে কোনো স্পন্দন না থাকা জেমস ফুলটন এংস্ট্রম নামের একটি মৃতপ্রায় নবজাতক শিশু আর্চবিশপ শিনের মধ্যস্থতাজনিত প্রার্থনায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও জটিলতার অবসান ঘটিয়ে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর আমেরিকার সেন্ট লুইস শহরের ‘দ্য ডোম এট আমেরিকাস সেন্টার’-এ এক ঐতিহাসিক মহাসমাবেশে তাঁকে আনুষ্ঠানিক “ধন্য” (Blessed) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পোপের প্রতিনিধি হিসেবে কার্ডিনাল লুইস আন্তনিও তাগলে আর্চবিশপ শিনকে ধন্যশ্রেণীতে উন্নীতকরণ খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন।

কার্ডিনাল তাগলে তার উপদেশে মঙ্গলসমাচার প্রচারের মূল চেতনা, নম্রতা এবং ঈশ্বরের সাথে গভীর সম্পর্কের গুরুত্ব তুলে ধরে ধন্য ফুলটন শিন-এর জীবন ও কাজ থেকে বেশ কিছু বার্তা তুলে ধরেন। কার্ডিনাল তাগলে তার উপদেশের শুরুতেই বলেন যে, ফুলটন শিন কেবল তার খ্যাতি বা জনপ্রিয়তার জন্য ধন্য নন; বরং যিশু খ্রিস্টের সাথে তার গভীর আত্মিক ও জীবন্ত সংযোগই তাকে প্রকৃত অর্থে “ধন্য” করেছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, সুসংবাদ প্রচারকের কার্যকারিতা কোনো মাইক্রোফোন, ক্যামেরা কিংবা বিশাল শ্রোতামণ্ডলী থেকে আসে না; বরং তা আসে খ্রিস্টের সাথে তার সম্পর্কের গভীরতা থেকে। কার্ডিনাল তাগলে ধন্য ফুলটন শিনকে “Storyteller of Jesus” বলে অভিহিত করেন। ধন্য শিনের নিজের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন: “আমাকে এই গল্পটি (সুসংবাদ) বলার জন্যই ডাকা হয়েছিল। আমি এটি বলতে কখনো ক্লান্ত হই না, এবং আরও সুন্দরভাবে কীভাবে তা বলা যায় তা ভাবতেও কখনো ক্লান্ত হই না। আমি আমার এই আহ্বানকে অত্যন্ত ভালোবাসি।” কার্ডিনাল আরো বলেন, একজন সত্য প্রচারক কখনো নিজেকে প্রচার করেন না, বরং প্রভু যিশু খ্রিস্টকে প্রচার করেন। নিজের জ্ঞান বা অহংকার প্রচার করা ঈশ্বরের বাক্যকে বিকৃত করার শামিল। ফুলটন শিন নিজেকে কখনো প্রচারের মালিক মনে করেননি; বরং নিজেকে ঈশ্বরের গৃহের এক সাধারণ সেবক বলে মনে করতেন, যার কাজ ছিল সাধারণ মানুষকে পথ দেখিয়ে ঈশ্বরের গৃহে পৌঁছে দেওয়া। আসলে কার্ডিনাল তাগলে তার উপদেশের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানান যেন আমরা ধন্য ফুলটন শিনের মতো যিশুর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে, নম্রতার সাথে সমাজের ক্ষতবিক্ষত ও অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সত্যের সুসংবাদ প্রচার করি।

আর্চবিশপ ফুলটন শিন প্রমাণ করে গেছেন যে, আধুনিকতার অগ্রগতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে কীভাবে সুসংবাদ ও ঐশ প্রেমের আলো ছড়ানো যায়। তাঁর বিখ্যাত উক্তি–“God Love You- ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসেন”- আজও বিশ্বাসীদের হৃদয়ে এক নতুন বিশ্বাসের চেতনা জাগিয়ে তোলে।



এক কুমির ও এক শেয়াল

এক কুমির একটি নদীতে বাস করতো। নদীর পাড়ের কাছাকাছি অল্পসল্প জলে ঘুরেফিরে বেড়াতে ভালোবাসত সে। সেই নদীর কিনারায় ছিল একটি পাথর এবং তারই নীচে থাকত ছোট্ট এক কাঁকড়া। কাঁকড়া আর কুমিরের মধ্যে ছিল দারুণ বন্ধুত্ব। দুজনে একসাথে বসে গল্প করে দিব্যি সময় কাটিয়ে দিত।

একদিন বেজায় খিদে পাওয়াতে কুমির নদীর কিনারায় সেই পাথরের কাছাকাছি কাঁকড়ার ঘরের দরজায় এসে ডাকতে লাগল, কাঁকড়াভাই, বাড়ি আছো?

-কে? কাঁকড়া মুখ বাড়িয়ে জবাব দিল।

তারপর কাঁকড়া কুমিরকে দেখতে পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বলল, বলো কী খবর?

কুমির চারপাশ দেখে নিয়ে আস্তে করে কাঁকড়াকে বলল, শোনো ভাই কাঁকড়া ছোট্ট বন্ধু, আমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে। যাও, শুধু একবার শেয়ালকে জল খাবার জন্যে ডেকে আনো। সে যখন মনের সুখে জল খেতে থাকবে, সেই সুযোগে আমি ওকে খেয়ে ফেলব।

কুমিরের কথা শুনে কাঁকড়া চুপচাপ বসে রইল। কোনো কথা বলল না। নড়লও না। কাঁকড়ার মধ্যে কোনোও ভাবান্তর না দেখে কুমির বলে উঠল, কী হলো বন্ধু, চুপচাপ বসে রইলে যে? তোমাকে যা করতে বললাম, করবে না!

কুমিরের মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁকড়া জবাব দিল, গিয়ে কোনো লাভ হবে না। আমি বললেও শেয়াল জল খেতে আসবে না। শেয়াল ভালো করেই জানে যে, তুমি এই নদীতে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকো। তাই শেয়াল আমার কথায় মোটেও বিশ্বাস করবে না। সে বড্ড বেশি চালাক।

নদীর ধারে সবুজ গাছপালার ভেতরে ছিল একটা সুন্দর ফুলের গাছ। সবসময় ফুলে ফুলে রঙিন হয়ে থাকত গাছটা। গাছের চারপাশও ঝরে পড়া ফুলে ভরতি হয়ে থাকত সবসময়। দেখে মনে হত, যেন ফুলের বিছানা কেউ সাজিয়ে রেখেছে। অনেক ভেবেচিন্তে কুমির বলল, তাহলে এক কাজ করা যেতে পারে।

কী? কাঁকড়া জিজ্ঞাসা করল।

কুমির বলল, শোনো, আমি নদীর পাড়ে এসে মরার ভান করে শুয়ে থাকব। তুমি ওই ফুল এনে আমার সারা শরীর ঢেকে ফেলবে। কেউ মরে গেলে যেমন করে ফুল দেওয়া হয়ে থাকে আর-কি! আমার এমন দশা দেখতে পেলে, শেয়াল পরম নিশ্চিন্তে ঠিকই নদীতে জল খেতে আসবে।

যেমন কথা, তেমন কাজ। পরিকল্পনাটা কাঁকড়ারও মনে ধরল। নদীর পাড়ের ফুলগাছটার কাছাকাছি কুমির মরার মতো পড়ে রইল। একটা একটা করে ফুল এনে কাঁকড়াও ঢেকে ফেলল কুমিরের সারা শরীর। তারপর সে চলল শেয়ালের সন্ধানে।

শেয়ালের সঙ্গে দেখা হতেই কাঁকড়া বলল, কী শেয়াল দাদা, নদীতে জল খেতে যাবে না?

অনেকদিন তো তুমি জলটল খেতে যাচ্ছ না। নদীর জলটা কিন্তু আজকাল আরও বেশি পরিষ্কার।

- যাবো কী করে। শয়তান কুমিরটা তো ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। তেষ্টা থাকলেও জল খাবার উপায় কোথায়? শেয়াল উত্তর দেয়।

- আর ভাবনা নেই। এবার নিশ্চিন্তে যেতে পারবে।

- কেন, কেন? শেয়াল জানতে চাইল।

কাঁকড়া এবার জবাব দেয়, ও আপদ বিদায় হয়েছে। ফুলগাছটার তলায় গিয়ে দেখবে চলো; কুমিরটা কেমন মরে পড়ে আছে। ফুল দিয়ে সাজিয়ে এইমাত্র আমি আমার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে এলাম। শত হলেও বহুদিন তো পাশাপাশি ছিলাম আমরা।

কাঁকড়ার কথায় শেয়াল এল কুমিরকে দেখতে। চুপচাপ শুয়ে ছিল কুমির। সারা শরীর তার ফুলে ফুলে ঢাকা। শেয়াল খুব ভালো করে দেখল সবকিছু কিন্তু তার মনে কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগল। কাঁকড়াকে বলল, কুমির ভায়া বেঁচে নেই, সত্যিই খুব দুঃখের কথা। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার খুব অবাক লাগছে। আমাদের দেশে কুমির যখন মারা যায়, তখন কিন্তু তারা লেজ ধীরে ধীরে নাড়তে থাকে!

শেয়ালের কথা কানে যেতেই কুমির হঠাৎ তার লেজ নাড়তে শুরু করে। তা দেখেই শেয়াল সেখান থেকে দেয় এক ছুট। কুমিরের তখন আর শেয়ালে মাংস খাওয়া হলো না। *(সংগ্রহে: ইন্টারনেট)*

শরতের দিনে

বিশাল পেরেরা

শিউলি ফুলের গন্ধে ভাসে,
মন জুড়ানো চারিপাশে।
আকাশ জুড়ে মেঘের মেলা,
ছুটে বেড়ায়, করছে খেলা।
শরৎ আসে নতুন সাজে,
নদীর তীরে কাশফুল নাচে।
সোনা রোদ ঝিলিমিলি,
খেলছে যেন ভোরের লিলি।
কাশফুলেরা বাতাসে দোলে,
পাখিরা সব পাখনা মেলে।
শালিক পাখি গান যে গায়,
শীতল হাওয়া বয়ে যায়।
নীল আকাশে ঘুড়ি উড়ে,
শিশির ভেজা ঘাসের পরে।
শিউলি তলায় কুড়োই ফুল,
নেই মনেতে কোনো ভুল।
পুজো পুজো গন্ধ আসে,
আনন্দে সব শিশুরা হাসে।
সবুজ মাঠে ধানের খেলায়,
পূজোর ঢাক বাজে সন্ধ্যেবেলায়।



কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!



সুস্মিতা কিস্কু



তিনশ' বছর প্রাচীন ঐতিহাসিক নারিন্দা সিমেট্রি সংরক্ষণে দ্বিতীয় ধাপের সংস্কার কার্যক্রম শুরু



অপু প্লাসিড: গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে "কলম্বো সাহেব" এর সমাধি পাশেই শুরু হলো তিনশত বছরের প্রাচীন ঐতিহাসিক নারিন্দা সিমেট্রি সংরক্ষণে দ্বিতীয় ধাপের সংস্কার কার্যক্রম। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মো. আবদুস সালাম এবং সভাপতি হিসেবে ছিলেন ঢাকা খ্রিষ্টিয়ান সেমিটারী বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ঢাকা ক্যাথলিক মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ফাদার উজ্জ্বল লিনুস রোজারিও সিএসসি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আবদুস সালাম কবরস্থানের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক নগদ ৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেন। তিনি বলেন, সিমেট্রিকে শুধু একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কবরস্থান হিসেবে দেখলে এর ঐতিহাসিক গুরুত্বকে ছোট করা হয়। তিন শতাব্দীর বেশি সময় ধরে ঢাকার যে নগর ইতিহাস এখানে জমা হয়েছে, তার দৃশ্যমান দলিল হিসেবে এই সিমেট্রির কবর, সমাধিফলক ও স্থাপনাগুলোর গুরুত্ব রয়েছে। এরপর তিনি সংস্কার বিষয়ক সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার অশ্বাস দেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে আর্চবিশপ জানান, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ২০ সেপ্টেম্বর ঢাকা খ্রিষ্টিয়ান সেমিটারী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে এবং ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর সিমেট্রিস ইন সাউথ এশিয়া (বিএসিএসএ) ও দ্য কমনওয়েলথ হেরিটেজ ফোরামের (সিএইচএফ) সহযোগিতায় সংস্কার শেষে স্থাপনা দু'টি উদ্বোধন করা হয়। দ্বিতীয় ধাপের লক্ষ্য কেবল ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা মেরামত নয়। প্রতিটি স্মৃতিচিহ্নের ইতিহাস, পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য।

কবরস্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ফাদার ডেভিড গমেজ বলেন, নারিন্দা সিমেট্রির সবচেয়ে বড় সম্পদ শুধু বয়স নয়, ভেতরে থাকা ইতিহাসের বৈচিত্র্য। মুঘল আমলের ঢাকা থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় ও ঔপনিবেশিক পর্যায় পর্যন্ত শহরের প্রতিটি বাঁকবদলের সঙ্গে সিমেট্রির ইতিহাস জড়িয়ে গেছে। ফলে এখানে থাকা প্রতিটি পুরোনো সমাধিফলক বা স্মৃতিচিহ্নকে আলাদা একটি ঐতিহাসিক নথি হিসেবেও দেখা যায়। এছাড়া সংরক্ষণ কাজের কারিগরি দিকটি ব্যাখ্যা করেন প্রফেসর আবু সাইয়িদ। শেষে পুরো কবরস্থানটি পরিদর্শন করার মধ্য দিয়ে উক্ত দিবসের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষামন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত পোপ মহোদয়ের প্রতিনিধি ও তার দলের সাক্ষাৎ



ফাদার শিপন পিটার রিবেরু: গত ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ রোজ সোমবার, এপস্টলিক নূনচিয়েচার-এর উদ্যোগে বাংলাদেশে নিযুক্ত পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ কেভিন র‍্যানডাল, আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, ফাদার চার্লস গরডন সিএসসি এবং ফাদার শিপন পিটার রিবেরু, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহসানুল হক মিলন এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। শিক্ষামন্ত্রীর সাথে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আবদুল খালেক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মিস জেসমিন নাহার, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল উপস্থিত ছিলেন।

খুবই আন্তরিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত সভায় কাথলিক মণ্ডলীর কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ এই আলোচনায় উঠে এসেছে। উক্ত আলোচনায় যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে নিম্নে তার তুলে ধরা হল:

১. মিশনারী ও নন এম.পি.ও ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী বেতন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী ও সচিব মহোদয় এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। বরং তাদের মতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সাথে আলাপ সাপেক্ষে করা যেতে পারে।

২. উগ্র সম্প্রদায়িকতার প্রভাব ও চাপের বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসলে, মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারের সরকারের পদক্ষেপ ও আইনী ব্যবস্থার কথা বলেন।

৩. প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে আলোচনা সভায় আশ্বস্ত করা হয় যে, বিষয়গুলো বিশেষ বিবেচনায় সহিত দেখা হবে।

৪. কোন প্রতিষ্ঠান এম.পি.ও. থেকে নন এম.পি.ও. হওয়া বিষয়েও এখানে আলোচনা হয়েছে।

৫. মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী নিয়োগের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ এই আলোচনায় তুলে ধরা হয়। শিক্ষামন্ত্রী ও সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপস্থিত কর্মকর্তাগণ খুবই আন্তরিকভাবে উপস্থাপিত বিষয়গুলো শুনেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দান করেন।

সভার শেষে এপস্টলিক নূনচিয়েচারের পক্ষ থেকে আর্চবিশপ কেভিন র‍্যানডাল ও আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই মন্ত্রী মহোদয়কে পোপ মহোদয়ের বিশেষ মেডেল উপহার প্রদান করেন। অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রীও মন্ত্রণালয়ের পক্ষে তাঁর সাথে সাক্ষাতে যাওয়ায় সবার উদ্দেশে উপহার তুলে দেন।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে সমবায় ও ঋণদান সমিতির উন্নয়ন বিষয়ক শিক্ষা সেমিনার

ভিনসেন্ট চঁড়ে: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস রাজশাহীর আঞ্চলিক কার্যালয়ের সভাকক্ষে সমবায় ও ঋণদান সমিতির উন্নয়ন বিষয়ক শিক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। 'ধর্মপল্লীভিত্তিক সমবায় ও ঋণদান সমিতিগুলোর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ: নবায়ন ও সবুজায়ন প্রক্রিয়া' মূলসুরকে কেন্দ্র করে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিস্তার কমিশনের উদ্যোগে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মার্ডী, ফাদার সুশান্ত ডি'কস্তা, ড. আরোক টপ্প, দোলন গমেজ ও ডমিনিক রঞ্জন গমেজ। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীগুলোর সমবায় ও ঋণদান সমিতি থেকে চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি, ম্যানেজার ও নারী প্রতিনিধিসহ ৬৫জন অংশগ্রহণ করেন।



শুভেচ্ছা বক্তব্যে সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিস্তার কমিশনের আহ্বায়ক ফাদার বিশ্বনাথ মারাণ্ডী বলেন, ধর্মপল্লীর সমিতিগুলো যে উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করা হয়েছিল সে লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে কিনা তা ফিরে দেখা দরকার। সমিতিগুলো সদস্যদের আর্থিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। উদ্বোধনী বক্তব্যে বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, ঋণদান সমিতিগুলো মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তবে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সমিতি শুরু হয়েছে সেটা পূরণ হচ্ছে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। তিনি আরও বলেন, সমিতির মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন সচেতনতা শিক্ষা সেমিনারের মাধ্যমে শিশু ও যুবদের গঠন দান করা যেতে পারে।

এরপর খ্রিস্টান সমবায় ও ঋণদান সমিতির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বর্তমান অবস্থা বিষয়ের উপর আলোচনা করেন ফাদার সুশান্ত ডি'কস্তা। তিনি বলেন, ঋণদান সমিতি বর্তমানে আর্থিক দিক দিয়ে যথেষ্ট উন্নত হয়েছে; তবে সদস্যদের কতটা উন্নতি হয়েছে তা ভেবে দেখা দরকার। এছাড়াও সমিতিতে নির্বাচন নিয়ে অস্থিরতার কারণে এর প্রভাব ধর্মপল্লী পর্যায়ে পড়ছে এবং সমাজে একটি অশান্তি দেখা দিচ্ছে। তিনি ক্রেডিট ইউনিয়নের সমিতির মাধ্যমে খ্রিস্টভক্তদের মাঝে ঐক্য, সম্প্রীতি, একতা, সহমর্মিতা, সহভাগিতা, খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও শান্তিপূর্ণ মিলন সমাজ স্থাপন করার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করেন।

অতঃপর চারটি দলে বিভক্ত হয়ে তিনটি প্রশ্নের আলোকে দলীয় আলোচনা করা হয়। দলীয় আলোচনায় ঋণদান সমিতি সমাজে ও ধর্মপল্লীগুলোতে কী ধরনের অবদান বা সহায়তা করতে পারে তা উঠে আসে। "লাউদাতো সি: সকল সৃষ্টির যত্নের সংস্কৃতি" বিষয়ে আলোচনা করেন দোলন গমেজ। সমিতি কীভাবে পোপ ফ্রান্সিসের 'Laudato Si' প্রৈরিতিকপত্রের শিক্ষার মাধ্যমে পরিবার, ধর্মপল্লী ও বিদ্যালয়গুলোতে সবুজায়ন করতে পারে তা উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন। The Central Association of Christian Co-operatives (CACCO) Limited এর সম্পাদক ডমিনিক রঞ্জন গমেজ ঋণদান আন্দোলনে পরিচ্ছন্নতা ও সবুজায়ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন।

শেষে, ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি অনলাইনে যুক্ত হয়ে 'খ্রিস্টীয় সমবায় ও ঋণদান আন্দোলনের নতুন ও টেকসই ধারণা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া' বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, খ্রিস্টান সমবায় ও ঋণদান সমিতি আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যদি আমরা এ সমিতিগুলোকে ঐ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি।

তথ্যসূত্র: বরেন্দ্র দূত

রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে "সিনোডাল মণ্ডলী" বিষয়ক সেমিনার

ফাদার লিয়ন রোজারিও: গত ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে প্যারিস কাউন্সিলর, কমিটি ও উপকমিটির সহযোগে "সিনোডাল মণ্ডলী" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ৯:৩০ মিনিটে ফাদার লিয়ন রোজারিও-র প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সেমিনার শুরু হয়। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ব্রতধারী-ব্রতধারিনী'সহ মোট ৮৫ জন। প্রারম্ভে ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ সকলকে শুভেচ্ছা জানান। এরপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের জুডিশিয়াল ভিকার জেনারেল ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা সিনোডাল মণ্ডলী বিষয়ে সহভাগিতা করেন। তিনি তার সহভাগিতায় মণ্ডলী কী, সিনোডাল মণ্ডলী কী, সিনোডাল মণ্ডলী বাস্তবায়নে আপনারা ধর্মপল্লীর সাথে কীভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বক্তব্যমালা শেষে সকল সদস্যদের ৭ টি দলে ভাগ করা হয়। এবং প্রত্যেকটি দল হতে ৭ জন করে সহভাগিতা করেন। ধর্মপল্লীর বাস্তব অবস্থা, আরো কীভাবে ধর্মপল্লীকে এগিয়ে নেওয়া যায়, মণ্ডলীর প্রতি খ্রিস্টভক্ত হিসেবে আমাদের কী দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়। সহভাগিতা শেষে ফাদার মিন্টু তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। অতঃপর পাল পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ উক্ত আলোচনার উপর নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। সেমিনার শেষে ফাদার লিয়ন রোজারিও ফাদার মিন্টু পালমাকে কার্ড ও ফুলের মধ্য দিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়া সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরিশেষে, দূত সংবাদ ও খাওয়ার প্রার্থনার মধ্য দিয়ে উক্ত দিবসব্যাপী সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে।

Vacancy Announcement
Education Advisor
Fida International Bangladesh

Fida International is seeking a motivated and qualified Education Advisor to strengthen the implementation of its Country Programme in Bangladesh. In this role, you will support the improvement of quality and inclusive education, strengthen livelihoods and economic security, and contribute to the capacity development of civil society organizations in partnership with local NGOs, schools, and government authorities.

Key Responsibilities

- Provide technical support to the Country Programme and partners on quality and inclusive education, livelihoods, and civil society.
- Plan and facilitate in-service teacher training with implementing partners, collaboration with local government and support matching-fund mobilization.
- Support programme reporting, data management, and results monitoring using Office 356 and Salesforce.
- Monitor relevant national policies and legislation and share updates with partners.
- Represent Fida in NGO/INGO networks and coordination forums.
- Build partner capacity in training, organizational development, and IT.
- Provide Bangla-English interpretation and translation when required.
- Represent Fida International at official events in Bangladesh.

Qualifications and Experience

We are looking for a candidate who has: The role requires a relevant degree, professional training, experience in education or civil society, and strong skills in project management, monitoring, reporting, data analysis, and stakeholder communication. Fluency in Bangla and English, willingness to travel within Bangladesh. The organization offers a meaningful role supporting children and communities, with a collaborative work environment and opportunities for learning and development.

Employment Type: Full-time

Duty Station: Dhaka, Bangladesh

Application Deadline: 8.10. 2026

Please submit your CV and motivation letter. Only shortlisted candidates will be contacted for interviews. Send CC and motivation letter to Merja Reunanen (merja.reunanen@fida.fi) and CC to Susan Baroi (susan.baroi@fida.fi).

বিজ্ঞ/১৯৩/২৬

স্কুল, কলেজের ম্যাগাজিন, জুবিলী ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের স্মরণিকা ছাপার কাজ এখনই অর্ডার দিন। নিখুঁত সুন্দর ও ঝকঝকে ছাপার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকি।
আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ।

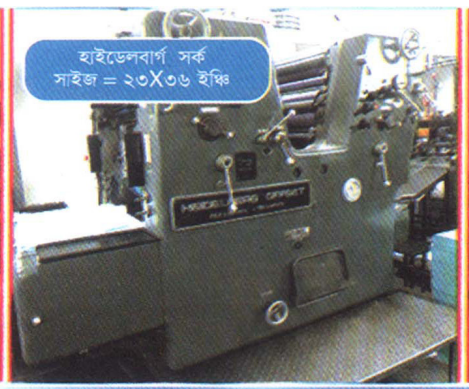
জেরী প্রিন্টিং প্রেস
বিশ্বস্ততা ও ঝকঝকে নিখুঁত ছাপার নির্ভরতার প্রতীক

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম জেরী প্রিন্টিং।



সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে
হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন।







জেরী প্রিন্টিং প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়।

আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : jerryprintingccc@gmail.com

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ৩৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Regd. No. DA-33
❖ 4 - 10 October, 2026, ১৯ - ২৫ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

BOOK POST



সাপ্তাহিক

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য

বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ

বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।

বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

বিজ্ঞাপনের অবস্থান ও ধরণ	বাংলাদেশী টাকা	ইউরো	ইউএস ডলার
শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়,
আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন: (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৮৫
E-mail: wklypratibeshi@gmail.com
বিকাশ
বিকাশ নম্বর:
০১৭৯৮-৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org